CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-269 ■ 9 July, 2025 ■ আগরতলা ৯ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২৪ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কসবা ল কলেজে গণধর্ষণ কান্ডের রিপোর্ট জমা পড়ল

গোটা ঘটনার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করলেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। আজ কসবাল কলেজের ভিতর গণধর্ষণ কাণ্ডের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার কাছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা এই রিপোর্ট প্রদানের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ বিপ্লব দেব গোটা ঘটনার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেছে। তিনি বলেন, একজনের বিরুদ্ধে এত অপরাধ থাকা সত্ত্বেও চাকরি কে দিল? অশোক দেব, তৃণমূল বিধায়ক। নিরাপত্তার দায়িত্ব সানফ্লাওয়ার এজেন্সি, সেটিও তৃণমূল নেতাদের। তারাই ধর্ষণের জায়গা নির্ধারণ করেছিল। তাই পুরো ঘটনাটিই তৃনমূলের করণীয়।

যারা এই নিয়োগ করেছে, তাদেরকেও গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক, এমনটাই দাবি জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব। তিনি আরো বলেন, এই ধর্ষণের ঘটনায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ভোটব্যাংকের স্বার্থে এক বিশেষ গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাকে দুষ্কৃতীদের বাংলায় পরিণত করেছেন। এই ধর্ষণ ও হিংসা রাজ্য স্পন্সরড। এর দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি। এদিন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড: সতপাল সিং বলেন, এই ২৫শে জুনের ঘটনা যেমন নৃশংস, ঠিক গত বছর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজেও একই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল। গোটা দেশ এই নিয়ে উত্তাল হয়েছিল। এখন আবার আইন কলেজে, যেখান থেকে আইনজীবী, বিচারক তৈরি হয়, সেই প্রতিষ্ঠানে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে এ ঘটনা আরও লজ্জাজনক। আমরা গিয়ে দেখেছি, বাংলায় নারীদের উপর অত্যাচার ও অপরাধের হার ভয়াবহভাবে বেড়েছে। এমন বহু মামলা পড়ে আছে, যেখানে আজও ন্যায় মেলেনি। আমরা ধারণা করিনি যে ঘটনাস্থলে যেতে বা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

লামডিং বদরপুর রুটে ধ্বস ১১ জুলাই পর্যন্ত বাতিল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। অসমের ডিমা হাসাও জেলার লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে ফের নতুন ভূমিধসের কারণে রবিবার ৬ জুলাই রাত থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ধসটি ঘটেছে ৫০/২ কিলোমিটার পয়েন্টে দিহাখো ও মুপা স্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিধসপ্রবণ বলে চিহ্নিত এবং ২৩ জুন থেকে একাধিকবার ধসের কারণে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।

পাহাড় ধসের ফলে মুপা ও দিহাখো স্টেশনের মধ্যবর্তী ৫১/১-২ কিমি অঞ্চলে ট্র্যাক সম্পূর্ণরূপে মাটিচাপা পড়ে যায়। ফলে রেল চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে এবং দ্রুত ধস সরানোর কাজ চলছে। যাত্রীসুবিধার জন্য গুয়াহাটি, লামডিং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলা স্টেশনগুলোতে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) জানিয়েছে, যাত্রীদের জন্য খাবার ও প্রাথমিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কামাখ্যা, গুয়াহাটি, লামডিং, নিউ হাফলং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলায় সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত রেলপথ স্বাভাবিক করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ধসের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিলের আরও স্বচ্ছতা আনতে বসানো হচ্ছে স্মার্ট মিটার ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রাজ্যে বিদ্যুৎ বিল প্রদানে আরও স্বচ্ছতা আনতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের অফিস ও বাসভবনসহ, রাজ্যের ২,৭০০ জন বিদ্যুৎ নিগম কর্মচারীর বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে বলে মঙ্গলবার জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে মোট ১০.২৬ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক রয়েছেন, যার মধ্যে ৯০,০০০ জন ইতিমধ্যেই স্মার্ট মিটার গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে আজ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার বাসভবন ও দপ্তরে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীর বাসভবন ও সমস্ত সরকারি দপ্তরে মিটার বসানো হবে। বিদ্যুৎ নিগম কর্মীদের বাড়িতেও এক সপ্তাহের মধ্যে মিটার বসানো সম্পন্ন হবে। স্মার্ট মিটার পর্যবেক্ষণের জন্য দুটি নতুন অফিস খোলা হবে, যেখান থেকে গোটা রাজ্যের স্মার্ট মিটারগুলি নিয়মিত মনিটরিং করা হবে জ

মন্ত্রী বলেন , এই মিটারগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত এবং গ্রাহক-বান্ধব এবং অতিরিক্ত বিলের সম্ভাবনা নেই, বরং গ্রাহকরা নিজেরা তাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতন হবেন। ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের সম্মানীয় গ্রাহকদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১১ কেভি ফিডার, ট্রান্সফর্মার ও স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে।

মন্ত্রী স্মার্ট মিটারের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করে বলেন এতে মিটারের সঠিক রিডিং অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল তৈরি হবে, গ্রাহকরা যতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন, ততটুকুরই বিল পরিশোধ করবেন, মিটার রিডার বাড়িতে এসে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে সংগ্রাম পরিষদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুলাই।। *আজ জেলা সদর ধর্মনগর বিদ্যুৎ দপ্তরে সামাজিক সংস্থা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ উত্তর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্মার্ট মিটার বাতিল সহ চার দফা দাবি নিয়ে একটি প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। স্মার্ট মিটার বাতিল সহ চার দফা দাবিতে ধর্মনগরে বিদ্যুৎ নিগমে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ।*

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের উত্তর জেলা সভাপতি অঞ্জন শুক্ল বৈদ্য, সাধারণ সম্পাদক রহমত আলী, সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ,আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিল।

ডেপুটেশন শেষে তারা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবিগুলো তুলে ধরেন। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে, বিদ্যুৎ পরিষেবা বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে, সমস্ত বিপিএল পরিবার এবং আয়করের আওতার বাইরে যে সমস্ত পরিবার রয়েছে তাদের সবাইকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে,বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল বাতিল করতে হবে।

তারা আরো বলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে তাদের দাবির বিষয় ঊর্ধতম কর্তৃপক্ষের নজরে দেওয়া হবে।

পাহাড়ি জনপদে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে, টিএমসিতে ভর্তি আক্রান্ত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জুলাই।। পাহাড়ি জনজাতি এলাকাগুলোতে আবারও ছড়িয়ে পড়ছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। বিশেষত তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিলাইহাম রিয়াং পাড়া, বড়মুড়া পাহাড়, তীর্থমুনি রিয়াং পাড়া, বাহাদুর সর্দার পাড়া, দত্তমলসুম পাড়া, কলইবস্তি, নোনাছড়া, কাকড়াছড়া, এবং ত্রিপুরাবস্তির মতো এলাকা ফের ম্যালেরিয়া প্রবণ অঞ্চলে রূপ নিচ্ছে।

গত রবিবার বিলাইহাম রিয়াং পাড়ার ভগীরথ রিয়াং-এর ৭ বছরের শিশু সন্তান ছয়দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েও তাকে সময়মতো চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

একইভাবে, বড়মুড়া পাহাড়ের নারায়নবস্তি এলাকার ৮ মাসের শিশু সুরজিৎ জমাতিয়া ও এক নারী, কবিতা রুপিনি, ফ্যালসিপেরিয়াম ও ভাইভেক্স ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে স্বদ্যোগে রাজধানীর হাপানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। শিশু সুরজিৎ বর্তমানে আইসিইউ-তে ভর্তি।

অভিযোগ উঠেছে, আশাকর্মীদের বারবার জানানো সত্ত্বেও প্রাথমিক চিকিৎসা পেতে পরিবারগুলো উপেক্ষিত হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না এবং আক্রান্তদের অবস্থা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন না।এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে, মঙ্গলবার বিলাইহাম রিয়াং পাড়ার বাইসারুং রিয়াং (১৫) নামের এক নাবালিকা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হলে, অবশেষে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। জরুরি ভিত্তিতে SDMO রাজা জমাতিয়ার নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়, যেখানে সমস্ত MPW, MPS ও সাব-সেন্টার CHO-দের নিয়ে ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়।চিন্তার বিষয় হল, গত চার বছর ধরে এই পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে স্বাস্থ্য দপ্তর ডিডিটি স্প্রে কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। ফলে, ম্যালেরিয়ার বাহক মশার বিস্তার রোধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ তেলিয়ামুড়া ব্লকে ৩০ জন, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের উপর লাগাতর হামলা

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ সিপিএম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। ত্রিপুরার আইনের শাসন বর্তমানে প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর ধারাবাহিক হামলা ও পুলিশ প্রশাসনের নীরবতা বা মদতদাতা ভূমিকায় থাকা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিআই(এম)। তাই বিরোধীদের উপর দমননীতি অবিলম্বে বন্ধ করা এবং পুলিশকে আইন অনুযায়ী কাজ করার দাবি জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে চিঠি দিয়েছে সিপিআই(এম)।

এদিকে, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে সিপিএমের প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

ওই চিঠিতে সিপিআই(এম)-র নেতৃত্বরা লেখেন, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়ঙ্করভাবে অবনতি ঘটেছে। প্রশাসনের একাংশের পক্ষপাতদুষ্ট ও উদাসীন ভূমিকাই বিরোধীদের দমন করার প্রধান অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের এই নির্লিপ্ত আচরণ শুধু বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে রুদ্ধ করছে না, বরং সাধারণ জনগণের নিরাপত্তাও সংকটাপন্ন করে তুলেছে।তারা আরও উল্লেখ করেছে, ত্রিপুরা পুলিশ 'প্রেসিডেন্ট কালার' অর্জনের গৌরব অর্জন করেছিল, আজ তাদেরই একটি অংশ শাসকদলের কথায় চলা ও বিরোধীদের দমনে ব্যবহৃত হচ্ছে যা গোটা বাহিনীর ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করছে। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া কিছু ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে বলে, ১৭ জুন, ২০২৫ — বিশালগড়ে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মঘট ব্যর্থ করতে ময়দানে বিএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। *আগামীকাল যান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।আগামীকাল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে এমনটাই বললেন মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ডিং বিএমএস-এর সভাপতি বিপ্লব মজুমদার। এদিন ধর্মঘট ব্যর্থ করতে মিছিলে সামিল হয়েছেন বাস সিন্ডিকেট মহকুমা শাখার সম্পাদক স্বপন সাহা সহ বিএমএস-এর অন্যান্যরা।*

প্রসঙ্গত, চারটি শ্রম কোড বাতিল করা, পুরনো পেনশন স্কিম পুনর্বহাল করা, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল বাতিল করা সহ ১৭ দফা দাবির ভিত্তিতে আগামীকাল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় ১০ টি ট্রেড ইউনিয়ন। জনবিরোধী এই হরতাল রাজ্য ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আইনশৃঙ্খলা জনিতপর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। খোয়াই জেলার আইনশৃঙ্খলা জনিত বিভিন্ন বিষয়ে আজ এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর। এদিন ডিজিপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথমবার তিনি খোয়াই জেলা সফরে যান। খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এদিন এই পর্যালোচনা বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন জেলা পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাস তাঁকে জেলায় স্বাগত জানিয়েছেন।

এদিনের এই পর্যালোচনা বৈঠক সম্পর্কে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর বলেন, গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যস্তরীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। আজ খোয়াই জেলার বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যই এই বৈঠক। সর্বোপরি খোয়াই জেলায় যথেষ্ট ভালো কাজ হচ্ছে বলে জানালেন তিনি।

তাঁর কথায়, গত বছরের তুলনায় অপরাধজনিত ঘটনা, নেশাপাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো ফল লক্ষ্য করা গেছে। অপরাধজনিত ঘটনা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ থেকে বেশি কমানো সম্ভব হয়েছে। নেশা সম্পর্কিত মামলা ১০ থেকে ১২ শতাংশ কমিয়ে আনা গেছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মঘট নিয়ে সুড় চড়াল বিজেপি

সিপিএম বরাবরই শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। সিপিআইএম বরাবরই শ্রমিক এবং কৃষকবিরোধী সরকার ছিল। ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য চিরাচরিত প্রথায় গোটা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন। হাস্যকর ব্যাপার, সিপিআইএমের শাসনকাল থাকাকালীনও বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে রাস্তায় আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে করে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পর একাধিক উন্নয়মূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্যের আটটি জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে সিপিআইএম সরকারের আমলে রাজ্যে একটিও এক্সপ্রেস ছিল না সেখানে ২০ টি এক্সপ্রেস আগরতলা বাঁধারঘাট রেলস্টেশন থেকে ছুটচ্ছে। বর্তমানে বিজেপি সরকারের উন্নয়নের কারণে ১৬ টি বিমান আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর থেকে উঠানামা করছে। আসলে সিপিআইএমের আমলে রাজ্যের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি।

তাঁর কথায়, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগনকে সামাজিক ভাতা থেকে শুরু সরকারি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টার বৃষ্টিতে

উদয়পুর ও সোনামুড়ার কয়েকটি স্থান জলমগ্ন, জনদুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর / সোনামুড়া, ৮ জুলাই।। আজ সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে উদয়পুর শহর সহ সারা মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় জমে গেছে জল। আশ্চর্য্যের বিষয় এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের কর্তাদের দেখা মিলেনি।

উদয়পুর শহরের বিভিন্ন অলিগলি, বিভিন্ন ওয়ার্ডে জম জমে গেছে। এমনকি থানা চৌমুহনী,ছনবন, ব্রহ্মা বাড়ি, টাউন সোনামুড়া সহ খিলপাড়া, রাজার বাগ এলাকায় জল জমে গেছে প্রচুর। কুম্ভনিদ্রায় আছে উদয়পুর পুর পরিষদ। দীর্ঘদিন ধরে পৌর পরিষদ এলাকা বিভিন্ন ওয়ার্ডের জল নিকাশি ব্যবস্থা

ভেঙে পড়ার ফলে সামান্য বৃষ্টিতে জল যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। এই ব্যাপারে বহুবার পুর পরিষদের আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই না হওয়ার ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে বৃষ্টির ফলে জল জমে গেছে হাঁটু সমান কোথাও বা কোমর সমান।

উদয়পুর টাউন সোনামুড়া এলাকার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের বাড়ি ঘরে জল জমে গেছে। ড্রেনের অবস্থা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৯ জুলাই, ২০২৫ ইং
২৪ আষাঢ়, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে অনুপ্রবেশ ?

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।”

এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদেন।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

অসমে ‘অবৈধ বাংলাদেশিদের’ বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘোষণা

কোকরাঝাড়, ৮ জুলাই : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার কোকরাড়ে সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, রাজ্যে ‘অবৈধ বাংলাদেশিদের’ বিরুদ্ধে শুরু হওয়া উচ্ছেদ অভিযান কোনো রাজনৈতিক চাপেই থেমে থাকবে না। এই পদক্ষেপকে তিনি স্থানীয় আদিবাসী ও ভূমিপুত্র জনগণের ভূমির অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক বলে আখ্যা দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, “করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, চাপার ও শিলচর থেকে কিছু মানুষ লাখিমপুরে গিয়ে বসতি স্থাপন করছে। আমরা তাদের উচ্ছেদ করেছি যাতে লাখিমপুরের স্থানীয় জনগণের স্বাধীনতা এবং ভূমির অধিকার রক্ষা করা যায়।” তিনি এই অভিযানকে ‘জমি ও পরিচয়ের লড়াই’ বলেও বর্ণনা করেন।

তিনি আরও বলেন, “যারা এই ৩৫০ অবৈধ বাংলাদেশিকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি তুলছে, তারা সেটা সহ্য করুক। এ লড়াইয়ে অতীতে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। আমরা তাদের আত্মত্যাগকে ভুলতে পারি না।”

বিরোধী দলগুলির ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এখন কিছু রাজনৈতিক দল একটি মেয়ের নাম করে বাংলাদেশিদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে রাজনীতি করছে। তাদের লক্ষ্য হলো বিজেপির উচ্ছেদ অভিযানকে থামিয়ে দেওয়া, কিন্তু আমরা পিছপা হব না।”

তিনি জানান, এই অভিযান শুধুমাত্র লাখিমপুরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ধীরে ধীরে রাজ্যের অন্যান্য অংশেও বিস্তৃত হবে। “আগামীকাল ধুবড়ির চাপার এলাকায় অভিযান চলবে। আমরা নিশ্চিত করব যে বোধোল্যান্ডে কোনো বহিরাগত অনুপ্রবেশ করতে না পারে,” বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে, গত ৫ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, কাছাড় এবং শ্রীভূমি জেলায় বসবাসরত ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যাদের কাছে বৈধ নথিপত্র ছিল না।

এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ তিনি লিখেছেন, “দেখুন কে ফিরছে নিজের দেশে? অসমে আমরা অতিথিদের খোলা মনে স্বাগত জানাই, কিন্তু যারা অবৈধভাবে থাকছে, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ ‘পুশব্যাক’ কর্মসূচি।”

তিনি আরও লেখেন, “আজ কাছাড় এবং শ্রীভূমি জেলা থেকে মাত্র ৯ ঘন্টার মধ্যে ১৮ জন অবৈধ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।”

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য এবং সরকারের উচ্ছেদ অভিযানের পর রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ তীব্রতর হয়েছে। বিরোধী দলগুলো এবং সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠনগুলো অভিযানে স্বচ্ছতার অভাব এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতির অভিযোগ তুলেছে।

তাদের দাবি, 'জাতিগত বা ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে ‘বাংলাদেশি’ আখ্যা দিয়ে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া অসাংবিধানিক এবং মানবাধিকার পরিপন্থী। প্রতিটি নাগরিকের সঠিক নথিপত্র পরীক্ষা করে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।'

একাধিক মানবাধিকার কর্মী বলেছেন, উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং যথাযথ পুনর্বাসন ব্যবস্থার অভাব প্রকট। বহু পরিবার যাদের জীবন-জীবিকা ওই এলাকায় নির্ভরশীল, তারা এখন ঘরহীন এবং নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পড়েছেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ধুবড়ি, বরপেটা এবং শিলচর-সহ আরও বেশ কিছু এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

অসমে ‘অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ’ দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বর্তমান বিজেপি সরকার এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে, বিরোধী দল এবং নাগরিক সমাজ এই পদক্ষেপকে মানবিকতা, সংবিধান ও সামাজিক ভারসাম্যের প্রশ্নে চ্যালেঞ্জ করছে। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছিলেন যে বাঙালি পাইলট

ওয়াকার মুস্তফা

সময়টা ১৯৬৭ সালের পাঁচই জুন। ওইদিন তপ্ত বিকেলে ইসরায়েলের চারটে ফাইটার জেট (যুদ্ধবিমান) জর্ডানের মাফরাক বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য ছিল, ওই ছোট্ট দেশের বিমানবাহিনীকে শেষ করে দেওয়া।

এর আগে তারা মিশরীয় বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেদিন মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী মাটিতে থাকা ২০০রও বেশি মিশরীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে দিয়েছিল।

কিন্তু জর্ডানের মাফরাক বিমানঘাঁটি ধ্বংস করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ইসরায়েলি বিমান বাহিনী নিজেদের দু'টো যুদ্ধবিমান হারায়। এর মধ্যে একটা বিমানকে ভূপাতিত করেছিলেন যে পাইলট, তিনি বাঙালি। নাম সাইফুল আজম। তিনি তখন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ছিলেন, পরে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ঘটনার দিন, অর্থাৎ পাঁচই জুন জর্ডান বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান ওড়ানোর সময় তিনি ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করেন। এর ঠিক দুই দিন পর, সাতই জুন ইরাকের বিমান বাহিনীর একটা বিমান ওড়ানোর সময় আরও দু'টো ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানকেও ভূপাতিত করেন তিনি। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কমিশন পাওয়া সাইফুল আজম ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীরও একটা বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছিলেন।

পাকিস্তান থেকে জর্ডান

“দ্য গোল্ড বার্ড: পাকিস্তান অ্যান্ড ইটস এয়ার ফোর্স, অবজারভেশনস অফ আ পাইলট” বইয়ে মনসুর শাহ লিখেছেন, ‘আমাদের (পাকিস্তানের) বিমান বাহিনীর টেকনিশিয়ানদের ৩৫ শতাংশ এবং সাইফুল আজমের মতো চমৎকার পাইলটসহ বিমানচালকদের এক-চতুর্থাংশ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের।’

পাকিস্তানের ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের পদে থাকাকালীন ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় ভারতীয় যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করার পর তাকে পাকিস্তান সরকার সামরিক পদক “সিতারা-ই-জুরাত” দিয়ে সম্মানিত করে।

এর পর ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে তিনি জর্ডান বিমান বাহিনীর উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন। পরের বছর আরও একটা যুদ্ধে লড়েন তিনি। ওই যুদ্ধে একদিকে ছিল ইসরায়েল, অন্যদিকে জর্ডান, মিশর, সিরিয়া ও ইরাকসহ আরব দেশগুলোর জোট। ইসরায়েল হঠাৎই মিশরীয় বিমান বাহিনীর উপর হামলা চালানোর সূত্র ধরে যুদ্ধের শুরু হয়। মিশর হঠাৎ বড়-সড় ধাক্কা খাওয়ার পর জর্ডানের বিমান বাহিনীকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিহাসবিদ ও সাবেক এয়ার কমোডর কায়সার তুফায়েল তার “গ্রেট এয়ার ব্যাটলস অফ পাকিস্তান এয়ার ফোর্স” বইয়ে উল্লেখ করেছেন, ‘পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে আকাশ প্রতিরক্ষার সীমিত অনুমতি পাওয়ার পর সাইফুল আজম জর্ডানের মাফরাক বিমানঘাঁটি থেকে লেফটেন্যান্ট এহসান শারদুমকে নিয়ে হান্টার বিমানে সওয়ার হয়ে উড়ান শুরু করেন। তাদের পিছনে পিছনে অন্যান্য হান্টার বিমানও উড়তে শুরু করে।’

ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান ধ্বংস

কায়সার তুফায়েল লিখেছেন, ‘মরুভূমির ধুলাবালি এবং উত্তাপের কারণে,দৃষ্টিশক্তি এক মাইলেরও কম ছিল। শত্রুর কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছিল না। সাইফুল রাডারে মাফরাক বিমানঘাঁটির দিকে ইসরায়েলি বিমান আসছে কি না জানতে চাইলে, জবাব আসে “হ্যাঁ”। সঙ্গে সঙ্গে মাফরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন সাইফুল।’

জর্ডানের আশঙ্কা ছিল, মিশরের পর ইসরায়েলি বিমানবাহিনী সেখানে হামলা চালাবে।

কায়সার তুফায়েল লিখেছেন, ‘তিনি মাফরাক বিমানঘাঁটি থেকে চার মাইল দূরে চারটে বিমানকে কম উচ্চতায় যুদ্ধবিন্যাসে উড়তে দেখেন। অনুমান করেন যে এটা ইসরায়েলি মিস্টেয়ার বিমান।’

‘সাইফ সঙ্গে সঙ্গে এমন এক বিমানের ঠিক পিছনে অবস্থান নেন যেটা হামলার জন্য ধেয়ে যাচ্ছিল। তিনি শক্তিশালী বন্দুক দিয়ে করে গুলি করেন ওই বিমানে। মিস্টেয়ার বিমানে আগুন লেগে যায় এবং তার বিভিন্ন অংশগুলো ভেঙে যেতে শুরু করে। ওই বিমানের ভেঙে পড়া অংশগুলো এড়াতে সাইফুল তার নিজের বিমানকে বেশি উচ্চতায় নিয়ে যান।’ ‘মাফরাক বিমানঘাঁটির সীমান্তের কাছে ওই ইসরায়েলি বিমান ধ্বংস হয়। কিন্তু তার পাইলট লেফটেন্যান্ট হানানিয়া বিমান থেকে বের হতে পারেননি।’

কায়সার তুফায়েল লিখেছেন, ‘ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সাইফুল আজম দেখলেন দু'টো মিস্টেয়ার বিমান পূর্ণ গতিতে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। সাইফুল তাকে ধাওয়া করতে করতেই এহসান তার ডান দিকে আরেকটা শত্রু বিমানকে লক্ষ্য করেন। তিনি এহসানকে একটা শত্রু বিমানকে ধাওয়া করার নির্দেশ দেন আর নিজে অন্য দু'টো শত্রু বিমানের পিছনে ধাওয়া করেন।’ ‘সাইফুল একটা মিস্টেয়ারের পিছনে চলে আসেন, যে বিমানটা দ্রুত সমারসল্ট করে পালানোর চেষ্টা করছিল। সাইফুল ওই বিমানকে লক্ষ্য করে চারবার গুলি ছুঁড়লেও তার কোনোটাই লক্ষ্যে লাগেনি।’ কায়সার তুফায়েল লিখেছেন, ‘তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু হঠাৎই লক্ষ্য করেন যে শত্রু বিমান সোজা উড়তে শুরু করেছে। ব্যবধান কমিয়ে পঞ্চমবার নিশানা করেন সাইফুল। এইবার মিস্টেয়ারের ডান দিক থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। অর্থাৎ গুলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত লেগেছে।’ ‘ওই বিমানটা কাত হয়ে যায়, কিন্তু তা পুড়োপুরো ধ্বংস হয়েছে কি না তা দেখতে পাননি সাইফুল কারণ ততক্ষণে অন্য একটা ইসরায়েলি বিমান তাকে আক্রমণ করার জন্য ঘুরছিল।’

কায়সার তুফায়েল আরও লিখেছেন, ‘জ্বালানি ও গোলাবারুদের অভাবে সাইফুল পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন এবং মাফরাকে ফিরে আসেন। তার আশঙ্কা ছিল, মাফরাকের রানওয়ে হয়তো কাজ করার মতো অবস্থাতে নেই। তাই তিনি সমস্ত বিমানকে এয়ারফিল্ডের উত্তরে অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাদের রানওয়েতে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়।’ ‘কিন্তু এহসান বিপদ বুঝতে পেরে রেডিওতে নিয়ন্ত্রকের পরিচয় এবং তার কুকুরের নামও জানতে চান, যা আসলে একটা গোয়েন্দা কোড ছিল। সেই সময়েই একই, জর্ডানের নিয়ন্ত্রক রেডিওতে এসে মাফরাকে অবতরণ না করার জন্য সতর্ক করেন।’ এহসান শারদুমের উপস্থিত বুদ্ধি তাদের দু'জনকেই এই বিপজ্জনক ইসরায়েলি ফাঁদ থেকে রক্ষা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ওই রানওয়ে ততক্ষণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং অবতরণ করার জন্য অনুমতির রেডিও বার্তা আসলে একটা ফাঁদ ছিল।

‘সব বিমানকে রাজধানী আম্মানের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে তখনো ইসরায়েলিরা হামলা চালায়নি। ভাগ্যবশত পাইলটরা হামলার কিছুক্ষণ আগে অবতরণ করে।’ ‘কিন্তু তাদের বিমানগুলো রক্ষা পায়নি। অবতরণের কিছুক্ষণ পরেই আধুনিক সুপার-মিস্টিক প্লেনগুলো “ডাইবার” বোমা ব্যবহার করে আক্রমণ চালায়, যার ফলে রানওয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়।’

জর্ডানের শাহ এবং ইরাকি বিমান বাহিনী কায়সার তুফায়েল তার বইয়ে লিখেছেন, ‘বিমানবন্দরের সিভিল সেন্টারগুলোকেও লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই হামলায় বহু বিমান ও হেলিকপ্টারও ধ্বংস হয়। পাইলটরা এই ঘটনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য আম্মানের অপারেশন হেডকোয়ার্টারে জড়ো হন।’

‘প্রায় এক ঘণ্টা পর তাদের মাঝে উপস্থিত হন স্বয়ং জর্ডানের বাদশাহ হুসেইন। তিনি পাইলটদের প্রশংসা করতে এসেছিলেন যারা এই প্রথম জর্ডানের কোনো বড় বিমান যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।’ কায়সার তুফায়েল জানিয়েছেন, এই সময় জর্ডান তার পাইলটদের ইরাকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন। তারপর শীঘ্রই তাদের ইরাকে পাঠানোর আদেশও জারি করা হয়। এরপর ছয়ই জুন রাত ন'টায় ওই কনভয় ইরাকের হাবানিয়া বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছায়, যেখানে তিনটে হান্টার স্কোয়াড্রন উপস্থিত ছিল।

কায়সার তুফায়েল লিখেছেন, ‘সাতই জুন সকালে খুবই নিচু গলায় কারও কোথায় ঘুম ভাঙে সাইফুলের। বেস কমান্ডারের বার্তা নিয়ে তার কাছে পৌঁছান ইরাকের একজন তরুণ অফিসার। ওই বার্তায় জানানো হয়েছিল তিনি (বেস কমান্ডার) প্রথম ফ্লাইটের জন্য চারজন পাইলটকে এগিয়ে আসতে বলেছেন এবং আপনাকে নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছে!’

এয়ারবেস এইচ-থ্রি

এর কিছুক্ষণ পরই চারটে হান্টার বিমানের একটা দল বাগদাদ থেকে ৪৩৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলীয় মরুভূমির এক প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত বিমানঘাঁটি এইচ-থ্রি এর দিকে যাচ্ছিল।

‘পঁচিশ হাজার ফুট উচ্চতায় কন্টোলার ঘোষণা করেন-লিডার, এইচ-থ্রি আক্রমণ করা হচ্ছে। নিচে যান এবং মোকাবিলা করুন।’

কায়সার তুফায়েল লিখেছেন, ‘ইসরায়েলি বিমানের ফরমেশনে ছ'টা বিমান ছিল। ওয়াভাতোরের চারটে বিমানের নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি স্কোয়াড্রন কমান্ডার ক্যাপ্টেন সোলেমন করণ, যিনি টু-সিটারর বিমানে নেভিগেটর ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার আনবার মেলিৎজারের সঙ্গে ছিলেন।’

অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রামাত ডেভিড বিমানঘাঁটির বেস কমান্ডার কর্নেল ইয়েজিকাল সমিক, ক্যাপ্টেন আইজ্যাক গ্যালান্টিজ-গোলান এবং লেফটেন্যান্ট ওশলম ফ্রিডম্যান।

‘সাইফুল আজমের নেতৃত্বাধীন ইরাকি হান্টার বিমান যখন এইচ-থ্রি থেকে পাঁচ মাইল দূরে, তখন তারা পশ্চিম দিক থেকে দু'টো ওয়াভাতোর বিমান আসতে দেখেন। সাইফুল যখন ওয়াচ টাওয়ার বিমানের পেছনে যাওয়ার জন্য পজিশন নিচ্ছিলেন, তখন সমীর তাকে ডেকে বলেন-দু'টো মিরাজ বিমান তোমার পেছনে আছে।’ ‘এক মুহূর্তের মধ্যে, সাইফুল তার ফর্মেশন ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি এবং এহসান ওই মিরাজ বিমানগুলোর মোকাবিলা করবেন বলে স্থির করেন। সমীর ও গালিব ধাওয়া করবে ওয়াভাতোরকে।’ কায়সার তুফায়েলের মতে, ‘সাইফুল দ্রুত ব্যবধান কমিয়ে আনেন। তারপর বিসমিল্লাহ বলে হান্টার বিমানের ট্রিগারে চাপ দিয়ে একটা মিরাজকে টার্গেট করেন। গুলি সরাসরি ইসরায়েলি বিমানের ডানায় আঘাত করে এবং স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়।’

‘হঠাৎ আঘাতে মিরাজ ভস্মীভূত হয় এবং ইসরায়েলি পাইলট ক্যাপ্টেন ডারভার বিমান ঘাঁটির কর্মীদের সামনে ইজেক্ট করে বেরিয়ে আসেন। মিরাজ ধ্বংস করার পর সাইফুল ডান দিকে মোড় নিয়ে দেখেন প্রায় দুই হাজার ফুট নিচে দিয়ে যাচ্ছে আরেকটা শত্রু বিমান।’ কায়সার তুফায়েল লিখেছেন, ‘সাইফুল নিজের বিমানকে উল্টে দেন এবং একটা স্প্লিট- এস মুভমেন্ট করতে থাকেন। মাটি থেকে কম উচ্চতাতে এই মুভমেন্ট বিপজ্জনক হতে পারে। এত জোরে টান দেন তিনি যে তার প্রত্যাঘাতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সাইফুল। বিমান পৃষ্ঠে এসে পড়ার পর তিনি লক্ষ্য করেন তার বিমান ওয়াভাতোরের পিছনে। যদিও তখনও ব্রেক খোলা ছিল এবং থ্রটল বন্ধ ছিল। সেই সময় ওই বিমানের সঙ্গে তার দূরত্ব মাত্র দু'শো ফুট।’

‘সাইফুল গুলি চালান। তার আঘাতে ওই বিমান টুকরো টুকরো হয়ে আকাশে উড়তে শুরু করে। সাইফুলের নিজের বিমানও এমনভাবে ঝাঁকুনি খায় যেন কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে।’

কায়সার তুফায়েলের মতে, ‘ক্যাপ্টেন গোলান বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং তার বিধ্বস্ত বিমান থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে বেরিয়ে আসেন। ডারভার কিছুক্ষণ আগেই আরও বেশি উচ্চতা থেকে থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। গোলানের প্যারাসুট যখন খোলে তখন দু'জনেই এখন একসঙ্গে প্যারাসুটের সাহায্যে আকাশে ভাসছেন।’

সাইফুলের বিমানের জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় যখন তিনি ফিরে আসার পরিকল্পনা করছিলেন, তখন সমীর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, লিডার, আমি ওয়াভাতোরকে ধ্বংস করেছি।

কায়সার তুফায়েলের লিখেছেন, ‘এহসানও জানায় যে সেও একটা ওয়াভাতোর ধ্বংস করেছে। সাইফুল যখন পুরানো ফর্মেশনে ফিরতে শুরু করেন তখন লক্ষ্য করেন একটা মিরাজ (ক্যাপ্টেন দোতানের বিমান) কোনো বিমানকে তাড়া করছে। সেটা গালিবের বিমান ছিল এবং সেখান থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছিল। রেডিও মারফত সবাই পালা করে তাকে ইজেক্ট করতে বললেও তিনি নিশ্চুপ থাকেন।’ ‘এয়ারফিল্ডের কাছে একটা পরিত্যক্ত তেলের ট্যাংকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ওই বিমানের।’ এইচ-থ্রি অভিযানের সমালোচনা ‘সব বিমানের জ্বালানি ফুরিয়ে গিয়েছিল কারণ তারা আগেই অতিরিক্ত ট্যাংক ফেলে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সাইফুল এবং এহসান হাবানিয়া বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছান, তাও আবার অনেক উচ্চতায় উড়ান ভরার পর।’

‘সাইফুল বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন তাকে নিয়ে উদযাপনে মেতে ওঠে। সবাই স্লোগান দিচ্ছিল। সাইফুলের চোখে ছিল আনন্দাশ্রু। তিনি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে তরুণ গালিবের জন্যও প্রার্থনা করছিলেন, যার সঙ্গে মিশনের মাত্র আধ ঘন্টা আগে দেখা করেছিলেন তিনি।’ ইসরায়েলি বিমানবাহিনী অসংখ্য সাফল্য অর্জন করলেও এইচ-থ্রি অভিযানের পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। কর্নেল এলিয়াজার কোহেন তার “বেস্ট ডিফেন্স অব ইসরায়েল” বইয়ে লিখেছেন, ‘এইচ-থ্রির সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হলেও আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিশাল। একজন পাইলট এবং নেভিগেটরের মৃত্যু হয়েছিল, দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তিনটে বিমান ধ্বংস হয়েছিল।’

এরপর জর্ডান সরকার সাইফুল আজমকে “উইসাম আল-ইসতিকলাল”, ইরাক “নুত আল-সুজাত” এবং পাকিস্তান “সিতারা-ই-বাসালাত” পদক দিয়ে সম্মানিত করে। এর আগে পাক-ভারত যুদ্ধে একটা ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করার পর তাকে “সিতারা-ই-জুরাত” পদক দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যোগদান এরপর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে চলে যান তিনি এবং সেখানে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ২০০১ সালে “লিভিং ঈগল” হিসেবে তার নাম ইন্টারন্যাশনাল হল অফ ফেম-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাকিস্তান বিমান বাহিনী ম্যাগাজিনের “সেকেন্ড টু নান”-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে এয়ার কমোডর মোহাম্মদ আলী লিখেছেন, ‘সাইফুল আজম চারটে দেশের (পাকিস্তান, জর্ডান, ইরাক ও বাংলাদেশ) বিমান বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দুই দেশের (ভারত ও ইসরায়েল) বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছেন।’ অবসরের পর বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে পাবনা থেকে অংশ নিয়ে তিনি সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তা ও বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার শহীদুল ইনাম খান তার লেখায় উল্লেখ করেছেন, সাইফুল আজমের সাহসিকতা ইসরাইলেও প্রশংসিত হয়। ২০২০ সালের জুন মাসে তার মৃত্যুর পর বিষয়, প্রধান সংবাদপত্রগুলো সাইফুল আজমের বিষয়ে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। শহীদুল ইনাম খান লিখেছিলেন, ‘১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে যখন একটা ইসরায়েলি বিমানকে নিশানা করেছিলেন সাইফুল, তখন সরাসরি আক্রমণ করার বদলে পাশ থেকে নিশানা করেন এবং বিমানের লেজে গুলি করেন। ইসরায়েলি পাইলট প্রাণে বেঁচে যান। প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ করেন তিনি।’

মি খান লিখেছেন, ‘পাইলট পরে জানান, তিনি যখন নিচে নামছিলেন, তখন সাইফুল রোল অ্যান্ড লুপ দিয়ে তার দিকে হাত নাড়েন এবং এরপর তিনি আরেকটা ইসরায়েলি বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করার জন্য ধেয়ে যান। সাইফুল না চাইলে ওই পাইলট বাঁচতেন না।’

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ছয় দিনের যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু ততদিনে ইসরাইল গোলান মালভূমি, গাজা, সিনাই উপদ্বীপ ও পশ্চিম তীর (পূর্ব জেরুজালেমসহ) দখল করে নেয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পুরোপুরি বদলে দেয়।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে দুই জাপানি মহিলা ও রাসবিহারী বসু

সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনেক মহিলা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ছিলেন, তাদের মধ্যে দুই বিদেশি মহিলারা ভারতীয় না হয়েও কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শুধুমাত্র ভারতীয় মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে বা তার জীবন রক্ষার্থে সেই কাহিনি অবর্ণনিয়।

রাসবিহারী বসুর স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত, ১৯১৫ সালের ১৫ যে একটি অধ্যায় যখন তিনি ছিলেন ভারতে এবং পরবর্তী অধ্যায় পি এন ঠাকুর নাম নিয়ে জাপানে তার জীবনাবসান পর্যন্ত।

জাপনে থাকা কালিন অবস্থায় দুই জাপানী মহিলা মা মেয়ে শ্রীমতী ফোকো সোমা ও তোসিফা সোমা পরবর্তীকালে তোসিফা বসু নিজেদের ছেলে মেয়েদের কথা ভুলে শুধু মাত্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বিপ্লবী নিজের জীবন তুচ্ছ করে লড়াই চলেছেন তাকে রক্ষা করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে ছিলেন নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন সে মহীয়সীরা হলেন শ্রীমতী ফোকা সোমা ও তোসিফা সোমা। জাপানে থাকার সময় ইংরাজ দুতাবাস হতে চাপ দেওয়া হতে থাকে জাপান সরকারকে, চর মারফত খবর নিয়ে ইংরেজদের দুতাবাস জানতে পারলো যে, পি এন ঠাকুর আসলে রাসবিহারী বসু। তখন ইংরাজ দুতাবাস রাসিবিহারী বসুকে জাপান থেকে বের করে দেবার জন্য চাপ দিতে থাকে। সেই সময় রাসবিহারী বসু মি, আইজু সোমার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন।

আইজু সোমার স্ত্রী শ্রীমতী ফোকা সোমা রাসবিহারী বসুকে ছেলের মতো স্নেহে আত্মগোপনে সাহায্য করতেন। ফলত, সোমা পরিবারের উপর পুলিশি নজরদীরি শুরু হলো, অত্যাচারও শুরু হলো এবং সেটা চলতে লাগলো ধারাবাহিক ভাবে। সেই সময় শ্রীমতী ফোকা সোমা ভারতের স্বাধীনতার কথা ভেবে ভারতের মঙ্গলের কথা ভেবে নিজের কথা ভুলে এমনকি নিজের বাচ্ছার কথাও ভুলে গেলেন, একসময় স্নায়ুর চাপে নিজের শরীর খারাপ হতে লাগলো, অপুষ্টি ও অযত্নে নিদের বাচ্চার মৃত্যু হলো, শ্রীমতী ফোকা সোমা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এই সময় ঘটলো একটি ঘটনা ১৯১৬ সালে ইরাজ যুদ্ধ জাহাজ জাপ স্টিমারের ৬ জন জাপানির উপর নৃশংস অত্যাচার করেও ধরে নিয়ে যায়, ফলে জাপ জনমত ইরাজদের বিরুদ্ধে যায় সেই সময় জাপ সরকার বিদেশ নীতি বদলাতে বাধ্য হন। এই সময় সাড়ে চার মাস বিতাড়ন সংক্রান্ত বিধি নিষেধ পুলিশের নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়। ওই সময় রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশে প্রকাশ্যে আসেন সেটা ছিল ১৯৬১-র এপ্রিল মাস, শ্রীমতী ফোকা সোমা রাসবিহারীকে অন্যত্র চলে যেতে বলেন এবং রাসবিহারী অন্যত্র চলে যান। যাবার সময় অসুস্থ শ্রীমতী ফোকা সোমার কাছে রাসবিহারী নিজে দেখা করতে যান এবং বলেন , মাগো আমি জানি না আমি কিভাবে তোমায় ধন্যবাদ জানাবো, শুধুমাত্র ভারতের কথা চিন্তা করে আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনি আপনার প্রিয় শিশুটিকে হারিয়েছেন, মাগো আমার কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই।

প্রত্যুত্তরে ফোকা সোমা বলেছিলেন, উনি আমায় মা বলে জাকছেন, তা শুনে আমার কথা সরল না, আমরা একেত অপরের হাত ধরলাম। দু'জনের চোখ বেয়ে শুধু জল গড়াতে লাগলো, ফোকা সোমা বললেন, আমি আমার সন্তানকে হারিয়েছি বটে, কিন্তু পেয়িছি মহান ভারত আত্মার সান্নিধ্য। এই মহিয়সী রমনী বিদেশি হয়েও ভারত মাত্র জন্য যে স্বার্থত্যাগ করলেন তা অবর্ণনীয়, এই বিদেশিনী স্বাধীনতা সংগ্রামীকে আমার প্রণাম।

এবার বলব তারই কন্যা তোসিফা সোমর কথা। রাসবিহারী বসু তো চলে গেলেন, কিন্তু ওনাকে কে বাঁচাবে এই চিন্তায় সোমা দম্পতির চিত্ত অস্থির হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যেই রাসবিহারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মহচিনের প্রথম অবস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ডা. সান, ইয়াৎ সেন, সেই সময় তিনি ছিলেন দেশ থেকে নির্বাসনে। আলাপ হয়েছিল জাপানের একজন বিশিষ্ট দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা প্রিন্স টায়েমার সঙ্গে। ইঙ্গ জাপান জোট থাকা সত্বেও চিনি মনেপ্রাণে চাইতেন যে ইংরাজদের শাসন থেকে ভারত মুক্তি পাক। স্বাধীন হোক। সেই সময় জাপানের রাজ পরিবারের সন্তান চায়োমা সোমা দম্পতিকে একটি প্রস্তাব দিলেন। সোমা পরিবারের বড় মেয়ে তোসিফা সোমা তখন স্কুলে পড়ে, তার সঙ্গে বসুরি বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। বসুকে সোমা পরিবার পুত্রবৎ স্নেহ করতেন কিন্তু তোসিফার সঙ্গে বসুর বিয়ের কথা কখনো ভাবেননি। কিন্তু বসুকে রক্ষা করার জন্য তোসিফা এঝুকিটা নিক ভারতবর্ষের ৪০ কোটি মানুষের জন্য তোসিফা নিজের জীবন উৎসর্গ করুক এটিও ছিল সোমা দম্পতির মনের ইচ্ছা। তাই তোসিফাকে একথা ফোকো সোমা বললেন। কিন্তু অপ্রস্তুত তোসিফা, সে একমাস সময় চাইলো। বসুকেও তার জীবন রক্ষার্থে বিবাহের কথা বলা হলো। অনিচ্ছা সত্বেও নানা চিন্তা করে তিনি রাজি হলেন। তোসিফা একমাস পর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। মি. টয়োমা ও তোসিকোর দাদা তিকাকো বিয়েয়র সব ব্যবস্থা করল। বাবা আইজু সোমা তোসিকাকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই রাসবিহারী বসুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। তারপর দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ঘাতকদের হাত হতে বসুকে বাঁচানোর জন্য তোসিফাকে ১৭ বার বাড়ি বদল করতে হয় এবং বসুকে লুকিয়ে রাখতে হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট জন্ম হয় ভারতচন্দ্র, ১৯২২ এর ১৪ ডিসেম্বর জন্ম হয় মেয়ে তেৎসুকোর। ১৯২৩ সালের ২ জুলাই জাপানের নাগরিকত্ব পান রাসবিহারী বসু এবং তিনি প্রকাশ্য জীবনে আসেন। কিন্তু হ্যায় প্রচণ্ড উত্তেজনায় ও স্নায়ুর চাপে তোসিফার শরীর ভেঙ্গে পড়লো, সুখী জীবন তোসিফার জীবনের কোনও দিনই এল না। ২৮ বছর বয়সে ১টি সন্তান রেখে তোসিফা অমৃতলোকো যাত্রা করল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরার ডাক পরিষেবায় আইটি ২.০ অ্যাপ্লিকেশন- একটি ডিজিটাল রূপান্তর উদ্যোগ

আগরতলা, ৮ জুলাই, ২০২৫: ডাক বিভাগ গ্রাহকদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পরিষেবা দেবার লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মের এপিটি অ্যাপ্লিকেশন চালু করার কথা ঘোষণা করে গর্বিত, যা ডিজিটাল উৎকর্ষতায় নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই রূপান্তরমূলক উদ্যোগের অংশ হিসাবে, আগরতলায় ডাকঘরের প্রধান কার্যালয় সহ রাজ্যের ২৫ টি উপ-ডাকঘর এবং তাদের শাখা ডাকঘরে উন্নত এই পরিষেবা চালু হবে আগামী ১৫ জুলাই থেকে।

২৫টি উপ-ডাকঘরের মধ্যে রয়েছে:

অভয়নগর, ওএনজিসি, ধলেশ্বর ও তার শাখা, মোহনপুর ও তার শাখা, কুঞ্জবন ও তার শাখা, আগরতলা বিমানবন্দর ও তার শাখা, আগরতলা সচিবালয়, জগন্নাথ বাড়ি রোড, নারায়ণপুর ও তার শাখা, সেকেরকোট ও তার শাখা, আগরতলা বাজার, অরুন্ধুতিনগর ও তার শাখা, জম্পুইজলা ও তার শাখা, এনআইটি আগরতলা, সিধাই ও তার শাখা,আগরতলা কলেজ ও তার শাখা, বীরেন্দ্রনগর ও তার শাখা, কামালঘাট ও তার শাখা, রামনগর ও তার শাখা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা কোর্ট, বিশালগড় ও তার শাখা, খয়েরপুর ও তার শাখা, রানীরবাজার ও তার শাখা, শালবাগান ও তার শাখা।

এই উন্নত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একটি বিরামবিহীন এবং সুরক্ষিত রূপান্তর সক্ষম করতে আগামী ১৪ জুলাই দিনটিকে নির্ধারিত করা হয়েছে। ফলে ঐদিন ডাকঘরগুলিতে কোনও পাবলিক লেনদেন করা হবে না।

এ.পি.টি অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারকারীর জন্য উন্নত অভিজ্ঞতা, দ্রুত পরিষেবা প্রদান এবং আরও গ্রাহক-বান্ধব কাঠামো হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা স্মার্ট, দক্ষ এবং নিখুঁতভাবে অতি দ্রুত পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

ডাক বিভাগ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছে যে, প্রতিটি নাগরিককে আরো উন্নত ও দ্রুত এবং আরও জিটালভাবে ক্ষমতায়িত পরিষেবা প্রদানের স্বার্থে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে। আগরতলা পোস্টাল ডিভিশনের সুপারিনটেনডেন্ট অব পোস্ট অফিস শ্রী মানিক লাল দাস এ খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আগামী ১৪ জুলাই সংশ্লিষ্ট ডাকঘর, উপ ডাকঘর ও শাখা গুলিতে একদিনের জন্য পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ধুবড়িতে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান: ৩,৫০০ বিঘা জমি থেকে ২,০০০ পরিবার স্থানচ্যুত

ধুবড়ি , ৮ জুলাই : ধুবড়ি জেলার প্রশাসন মঙ্গলবার একটি ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে চারুয়া-ভাখড়া, সন্তোষপুর এবং চিরকুট এলাকায়, যা ধুবড়ি থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই অভিযান চলাকালে প্রায় ৩,৫০০ বিঘা সরকারী জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযানটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে ডোজারসহ ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল, যার ফলে বহু বছরের পুরনো আবাসিক কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়। অনেক বাসিন্দা নিজেদের বাড়ি স্বেচ্ছায় ভেঙে অন্যত্র চলে গিয়েছিল অভিযানের আগেই।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২,০০০ পরিবার দীর্ঘদিন ধরে সরকারী খাস জমিতে বসবাস করে আসছিল। উচ্ছেদ অভিযানটি আসামের সরকারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে এই জমি আদানি গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যাতে আসাম পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড একটি থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প স্থাপন করতে পারে।

এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, প্রতিটি উচ্ছেদ হওয়া পরিবারকে এককালীন ৫০,০০০ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও, ভূমিহীন পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য বোঝর-আলগা এলাকায় পুনর্বাসন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যা আথানি রাজস্ব সার্কেল অফিসারের অধীনে রয়েছে।

তবে, উচ্ছেদ স্থলগুলিতে উত্তেজনা তীব্র হয়েছে, এবং ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় দ্রুত পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছায় এবং শান্তি স্থাপন করে। সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ লীনা ডোলে অভিযানে সরাসরি নেতৃত্ব দেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

একই সময়ে, স্বাধীন বিধায়ক আখিল গোগৈ উচ্ছেদ স্থান পরিদর্শন করতে গেলে তাকে পুলিশ আটক করে চপার থানায় নিয়ে যায়। সূত্র অনুযায়ী, আখিল গোগৈ সেখানে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে, যেখানে বেশিরভাগ পরিবারই স্বেচ্ছায় স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল, তবে একটি অংশ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো পুনর্বাসন এবং সঠিক ক্ষতিপূরণের দাবিতে সারাদিন ধরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ চালিয়ে যায়।

RE-ADMISSION NOTIFICATION

This is for information of all concerned students of TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura, that the "Re-Admission" into 1st, 3rd and 5th Semester for the Academic Year 2025-26 shall start from 14th July, 2025. For more details please visit the Institute Website https://www.tpikhumulwng.edu.in.
ICA/D-551/25

Sd/- Suraj Deb Barma
Principal-in-charge
TTAADC Polytechnic Institute
Khumulwng, West Tripura

Press Notice Inviting e- Tender No. 01/Comdt.15th bntsr/PNIET/2025-26
Dated, 4 July' 2025.

The Commandant 15th Battalion TSR (IR-XI), Saidabari, Kumarghat, Unakoti Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/ Enterprise and eligible contractors/ firms/ agencies of appropriate class registered with P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway/other state P.W.D up to 03 P.M on 23.07.2025 for the following

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Earnest money	Time for completion	Last date and time for documents downloading and Bidding	Time and date of opening of technical bid	Document downloading and bidding at application	Class of bidder
01.	Construction of 01(one) TTS barrack size(40' x 20'), half wall, GCI sheet walling and roofing, with 4' front verandah at Saidabari under 15th Bn TSR(IR-XI), Unakoti Tripura/ Barrack No.I **(DNITNo.01/comdt15thbntsr/DNIT/2025-26)**	Rs.9,60,146/-	Rs. 19,203/-	90(Ninety) Days	1500 hrs on **23.07.2025**	At 1700hrs on **23.07.2025**	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class
02.	Construction of 01(one) TTS barrack size(40' x 20'), half wall, GCI sheet walling and roofing, with 4' front verandah at Saidabari under 15th Bn TSR(IR-XI), Unakoti Tripura/ Barrack No.II **(DNITNo.02/comdt15thbntsr/DNIT/2025-26)**	Rs.9,60,146/-	Rs. 19,203/-	90(Ninety) Days				
03	Construction of 01(one) TTS barrack size(40' x 20'), half wall, GCI sheet walling and roofing, with 4' front verandah at Saidabari under 15th Bn TSR(IR-XI), Unakoti Tripura/ Barrack No.III **(DNITNo.03/comdt15thbntsr/DNIT/2025-26)**	Rs.9,60,146/-	Rs. 19,203/-	90(Ninety) Days				

Eligible bidders bidders shall shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24 x 7 until the time of bid closing, with option for re-submission, wherein only their latest submitted bid would be considered for evaluation. The e- Procurement website will not allow any bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

For & on behalf of Governor of Tripura.
ICA/C/1344/25

(Rajib Sengupta) Commandant
15th Battalion TSR (IR-XI)

No. F. 1/DE Admission/CSC/2025/
CENTRAL SELECTION COMMITTEE-2025
EDUCATION (HIGHER) DEPARTMENT
GOVT. OF TRIPURA

Notice for Cancellation of ITI Lateral Entry-2025 Allotment

This is for information to all concerned ITI passed out candidates who have received allotment letter for admission into various Diploma courses in third semester through ITILE 2025; the whole allotment list is cancelled with immediate effect due to a technical glitch observed in the process. The subsequent admission process also halted until further notice. A new schedule of publication of allotment and subsequent admission dates will be notified from Central Selection Committee shortly.

ITI Lateral Entry-2025 এলটমেন্ট বাতিল প্রসঙ্গে

সকল আইটিআই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জানানো যাচ্ছে যে, ITILE 2025-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সের তৃতীয় সেমিস্টারে ভর্তির জন্য যারা এলটমেন্ট লেটার পেয়েছেন, সেই সম্পূর্ণ এলটমেন্ট তালিকাটি একটি কারিগরি ত্রুটির কারণে **অবিলম্বে বাতিল করা হলো**।এই সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, পরবর্তী ভর্তি প্রক্রিয়াও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।এলটমেন্ট প্রকাশ এবং পরবর্তী ভর্তির তারিখের একটি নতুন সময়সূচী Central Selection Committee কর্তৃক শীঘ্রই জানানো হবে।

Sd/-
Dr. Tirtharaj Sen, FIE
Chairman CSC

ICA/D-545/25

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভার সঙ্গে আলোচনা করবেন দুই দেশ ৪টি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে

নিউদিল্লি, ৮ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রাজিলের রাজকীয় সফরে ব্রাসিলিয়ায় পৌঁছেছেন। ব্রাজিলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হোসে মুসিও মণ্টেরো ফিলহো বিমানবন্দরে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ৬ ও ৭ জুলাই রিও ডি জেনেইরোতে দুই দিনের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পর তিনি ব্রাসিলিয়া পৌঁছান। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ভারত ও ব্রাজিলের শক্তিশালী অংশীদারিত্বের নতুন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রাজিলের রাজধানীতে পৌঁছেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ব্রাজিলিয়ান সানবা রেগে সঙ্গীত পরিবেশন করে ঐতিহ্যবাহীভাবে স্বাগত জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন, যার মধ্যে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা, প্রতিরক্ষা, শক্তি, মহাকাশ, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক নানা বিষয়ে আলোচনা হবে। এর পরবর্তী অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদল পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। দুই দেশ নিজেদের স্বার্থের ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। ব্রাজিলে ভারতের রাষ্ট্রদূত দিনেশ ভাটিয়া পূর্বে জানিয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলোর সময় ৪টি সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর হবে। এসব পত্রে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, গোপনীয় তথ্য বিনিময়, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং কৃষি গবেষণায় সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদী নামিবিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন, যা তাঁর পাঁচ দেশের বিদেশ সফরের শেষ পর্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদী রিও সফরকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানান, তিনি ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তিনি ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ও সরকারকে এই মঞ্চকে আরও কার্যকর করতে তাদের ব্রিকস সভাপতিত্বের মাধ্যমে করা কাজের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলো বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী বৃদ্ধি করবে।

এর আগে, রিও ডি জেনেইরোতে পরিবেশ, সিওপি ৩০ এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি সেশনে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, পৃথিবী এবং মানব স্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি জানান, ভারতীয় সমাজ বহু প্রজন্ম ধরে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি এও বলেন, ভারতের জন্য জলবায়ু ন্যায় কোনো বিকল্প নয়, বরং এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামী বছর ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের সময় এটি 'সহযোগিতা এবং স্থায়িত্বের জন্য উদ্ভাবনের নির্মাণ' হিসেবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হবে বলেও উল্লেখ করেন।

পূর্বাঞ্চলীয় বিমান বাহিনী প্রধান ও অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপালের মধ্যে নিরাপত্তা ও উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা

শিলং, ৮ জুলাই : শিলংয়ে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল সুরৎ সিং অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) কে.টি. পার্নাইকের সাথে ৮ জুলাই রাজভবনে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

সরকারি একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সোমবার দুজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা জাতীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিশেষভাবে অরুণাচল প্রদেশের কঠিন ভূপ্রকৃতি এবং বর্ষাকালে তার বৃদ্ধি পেতে থাকা ঝুঁকির কারণে এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।

রাজ্যপাল পার্নাইক ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেন, যারা এই সীমান্তবর্তী রাজ্যে তাদের উপস্থিতি বজায় রেখেছে, এবং সিংহকে উতাহিত করেন স্থানীয় যুবকদের সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে, বিশেষ করে যারা এডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডস-এর আশেপাশে বাস করেন, যাতে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

পার্নাইক বলেন, "এ ধরনের আউটরিচ উদ্যোগ যুবকদের মধ্যে গর্ব, শৃঙ্খলা এবং দেশপ্রেমের অনুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করবে।"

উত্তরে, এয়ার মার্শাল সিং রাজ্যপালকে আশ্বস্ত করেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনী অরুণাচল প্রদেশের মানুষের নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং মঙ্গলার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিকিম বিজেপি-তে বিশাল যোগদান, ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দলের অঙ্গীভূত

গ্যাংটক, ৮ জুলাই : সিকিম বিজেপি-তে নতুন শক্তি যোগ হল। ৭ জুলাই, বিজেপি সিকিম রাজ্য সভাপতি ড. থাপার উপস্থিতিতে দলের নতুন সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে দলের অঙ্গীভূত করার জন্য এক জমকালো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সিকিম বিজেপিতে যোগদান করেন। এই নতুন সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা ব্যক্তিত্ব। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে প্রেরিত হয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং সিকিমের জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক।

সিকিম বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. থাপা অনুষ্ঠানে নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। যোগদানকারী সদস্যদের মধ্যে আছেন, ইয়োকসম তাসিডিং বিধানসভার বিক্রম গুরুং এবং পশ্চিম পেনডাম বিধানসভা থেকে দীপা রাই, মোমথি সুভা, নাভিকা সুভা, গোমা সুভা, ইয়োনা রাই, রুবেন রাই, গঞ্জু সুভা, সানদীপ সুভা, এবং মথি রাই। এই ব্যক্তিরা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখেছেন এবং স্থানীয় জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

ড. থাপা তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আজকের এই যোগদান অনুষ্ঠান সিকিম বিজেপির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নতুন সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শক্তিশালী নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং সিকিমে বিজেপির কাজের প্রতি তাঁদের আস্থা রেখেছেন। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি আন্দোলন, যা মানুষের সেবা, উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য কাজ করছে।"

এফিডেভিট

আমি, রাজু মিঞা, পিতা- প্রয়াত সিদ্দেক মিঞা, বাসস্থান- এ কে রোড, দক্ষিণ রামনগর, পোষ্ট অফিস- আগরতলা, থানা- পশ্চিম আগরতলা থানা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ৪৬ বছর, ধর্ম- মুসলিম এবং ব্যবসায়ী ও একজন ভারতীয় নাগরিক।

কিছু নথিপত্রে ও সার্টিফিকেটে আমার বাবার প্রকৃত নাম - সিদ্দেক মিঞা লেখা রয়েছে। বাবার সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এবং ডেথ সার্টিফিকেটে সিদ্দিক মিঞা লেখা রয়েছে। বাবার ভোটার কার্ডে ছিদ্দেক মিঞা লেখা রয়েছে। আমি ৮ জুলাই ২০২৫ ইং আইএন-টিআর ৩৫৪১১৯৫৩৯২৪৯৬০এক্স নোটারি এফিডেফিট মূলে ঘোষণা করছি সিদ্দেক মিঞা, সিদ্দিক মিঞা, ছিদ্দেক মিঞা সকলই একই ব্যক্তি ও একই নামে পরিচিত।

রাজু মিঞা।

PNIe-T NO:- 48/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 01/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) / Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider / Reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:
Name of work:- Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 05 (Five) nos. elevators (OTIS make) of different capacity installed at different location
in High Court of Tripura, Agartala for a period of 02(two) years.
1. Estimated Cost: Rs 26,42,000.00
2. Earnest Money: Rs 52,840.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Time for completion: 730 (Seven Hundred & Thirty) days.
5. Last date & time for online Bidding: 17/07/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1346/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala Division

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No. F.5(1-97)-STORE/DHS/X-Ray Film & Accessories/2024-25. Dated, Agartala 30/07/2025
e-Tender for procurement of X-Ray Film & Accessories

A Tender is hereby invited on behalf of the Government of Tripura for procurement of X-Ray Film & Accessories from resourceful, experienced and bonafide, renowned licensed Manufacturer or their Authorized distributor/supplier.
The details of tender, list of items with indicative quantity along with the tender Documents are made available on website (www.tripuratenders.gov.in).
The last date/time of online submission of the tender documents is 21/07/2025 up to 5:00 pm.
All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, so bidders are requested to get the updates from the e procurement web portal only.
ICA/C/ 1951/25

Director of Health Services
Govt. Of Tripura, Agartala

No: F.3 (5- 2 2) /Proc /rEC IT SAGS I 2020'21/2456-59
Tripura State AIDS Control Society Health & FamilyWelfare Department Government of Tripura
Akhaura Road, Opposite to
IGM Hospital Agartala-7 99 0 0 1 : Tripura.
[e-mail : sacstripura2 0 0B @gmail.com
& Phone : 0387-2327 674]

NOTICE I.NVITING TENDER

Sealed Tender in two [2) bid system is hereby invited by the Project Director, Tripura SACS from resourceful, reliable and experienced agencies/owners or their authorized agencies or any professional agency for installation of 50 nos. of new small hoarding at hotspots area throughtout the state with message on IDU, Stigma & Discrimination, Youth & HIV etc. along with fixing and fitting.
The detailed infonnation, terms & conditions and description, and specifications may be collected from the office of the undersigned [from Procurement SectionJ on any working day betweenII:00a.m.to04:00p.m,till 29 th July 2025 sorthesamecanbedownloadedfrom the website www,tsacs.tripura.gor.in
The last date of sui-rmission of sealecl tender is up to 04:00 p'm. of 29th july, 2025 and will be opened on the next rvorking day at 04:00 p'm' if possible.

(Dr. Samarpita Dutta)
Project Director
Tripura State AIDS Control Society

মঙ্গলবার তুলসিবাতী বালিকা বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে একদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সকালের এত ব্যস্ততার মাঝে সুস্বাদু টিফিন

সকালে উঠে খুদের টিফিন বানাতে হবে ভেবেই আলস্য আসে? তার উপর সে টিফিন আবার হতে হবে বাচ্চার মনের মতো! সকালের এত ব্যস্ততার মাঝে সুস্বাদু এমন কী টিফিন দেবেন, সেই ভেবে রাতের ঘুম উড়েছে আপনার? বাচ্চার পছন্দের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্যের দিকটাও নজর রাখতে হবে আপনাদেরই। বাজার থেকে কেনা চিপ্স, পিতা টিফিনে একেবারেই দেওয়া যায় না। গরমের সময় টিফিন দেওয়া আরও সমস্যার। সকালে টিফিন বানিয়ে দিলে দুপুরে সেই টিফিন আবার বিস্বাদ হয়ে যায়, তাই এই মরসুমে টিফিনে কী কী দিতে পারেন, রইল তার হদিস।

ওট ইডলি:

দু'কাপ ওট নিয়ে একটু শুকনো প্যানে ভেজে নিন। এ বার মিক্সিতে ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে সর্ষে, বিউলির ডাল ও ছোলার ডালে ফোড়ন দিন। এ বার পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি, বিন্স কুচি এবং সামান্য নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। এ বার এই মিশ্রণ ওটসের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে তাতে এক কাপ দই দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। চাইলে ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কাও দিতে পারেন। এ বার ইডলির স্টিমারে ১৫ মিনিট স্টিম করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওট ইডলি।

সব্জির পরোটা:

গাজর, বিট, ক্যাপসিকাম সব রকম সব্জি ভাল করে কুচিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে নুন, কাঁচা লঙ্কা, রসুন কুচি, জোয়ান, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ময়দার সঙ্গে ভাল করে মেখে নিন। প্রয়োজনে আগের দিন রাতেও ময়দা মেখে রাখতে পারেন। সকালে সামান্য ঘি দিয়ে পরোটা বানিয়ে নিলে আমের আচারের সঙ্গে জমে যাবে টিফিন!

রুটির ট্যাকোজ:

আগের দিনের রুটি পরের দিনে টিফিনে দিলে গরমে সেই তা নষ্ট হয়ে যায়। রাতের রুটি বেঁচে গেলে সেই রুটি দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারে ট্যাকোজ। সব রকম সব্জির সঙ্গে চিকেন ভেজে, টম্যাটো, চিলি, সয়া সসমিশিয়ে উপর থেকে চিজ গ্রেট করে দিন। এ বার রুটির মধ্যে এক কোণে সেই পুর দিয়ে রুটিটাকে চার ভাঁজ করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে রুটির ট্যাকোজ।

শরীর চাঙ্গা করতে বিছানাতেই সারুন যোগাসন

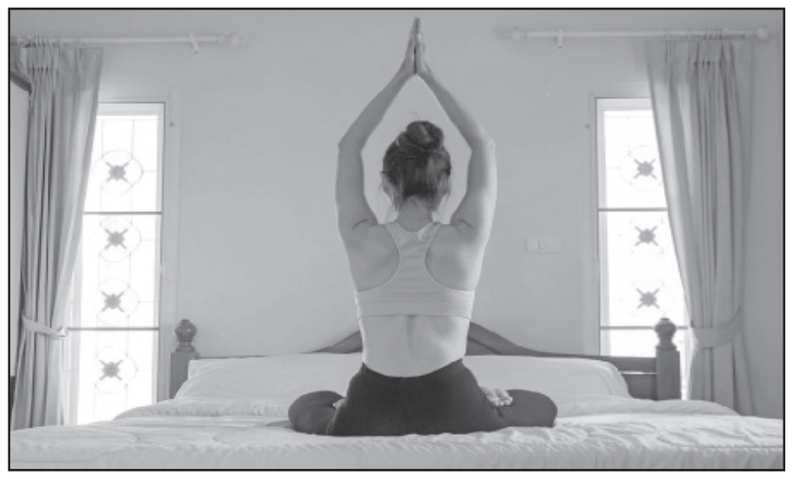

অফিস এবং ঘরের কাজ একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। তার উপর রাতে ওয়েব সিরিজ না দেখলে আবার ঘুম আসে না। তাই রাতেও ঘুমোতে ঘুমোতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। ফলে পরের দিন সকালে একরাশ ক্লান্তি, কাজে ভুল হওয়া, বাড়তি মানসিক চাপ। নিয়মিত যোগাসন করলে অবশ্য এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন।

তবে ঘুম থেকে উঠে যোগাভ্যাস করতে অনেকেরই আলস্য লাগে। কুঁড়েমির ঠেলায় বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। এমন কিছু যোগাসন আছে, যা ঘুম থেকে ওঠা মাত্র আপনি বিছানাতেও সেরে ফেলতে পারেন। মনকে চাঙ্গা করে ফুরফুরে মেজাজ পেতে তিন ধরনের যোগাসন দিয়েই বিছানাতে যোগচর্চা শুরু করতে পারেন।

বালাসন- হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার শরীরটা এমন ভাবে বেঁকান, যাতে বুক উরুতে গিয়ে ঠেকে। মাথা গদির উপরে রেখে হাত দু'টি সামনের দিকে প্রসারিত করুন। এই আসন স্নায়ুতন্ত্রের জন্য খুব উপকারী। সেই সঙ্গে ঘাড় ও পিঠের ব্যথা কমাতেও এই আসনের জুড়ি মেলা ভার।

সুখাসন- প্রথমে শিরদাঁড়া সোজা করে পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এ বার হাঁটু বেঁকিয়ে নিয়ে বাঁ দিকের পা ডান দিকের হাঁটুর তলায় রাখুন এবং আপনার ডান দিকের পা বাঁ দিকের হাঁটুর তলায় রাখুন। এ বার হাতের তালু দু'টি হাঁটুর উপরে রাখুন। মাথা, ঘাড় ও শিরদাঁড়া যেন এক সরলরেখায় থাকে। সোজাসুজি তাকিয়ে স্বাভাবিক শ্বাস নিন। এ ভাবে ৬০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। এই আসনের ফলে মন শান্ত হবে, চিন্তা কমবে ও উদ্বেগ দূর হবে। সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিও দূর হবে।

আনন্দ বলাসন হাত ও পা ছড়িয়ে বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাঁটু মুড়ে পেটের কাছে নিয়ে আসুন। হাত দু'টি প্রসারিত করে পায়ের পাতা দু'টি ধরুন। হাঁটু দু'টির মধ্যে যেন বেশ খানিকটা দূরত্ব থাকে। এ ভাবে ৬০ সেকেন্ড থাকুন। শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি দূর করবে এই আনন্দ বলাসন। পিঠের পেশির স্ট্রেচিংয়েও সাহায্য করবে।

স্বাদবদল করুন মুরগির ঝাল ভর্তা

রোজ রোজ বাজারে যাওয়ার সময় নেই। তাই একেবারে অনেকটা মাছ, মাংস কিনে ফ্রিজে ভরে রাখা অভ্যাস। এ দিকে, ফ্রিজে অনেক দিন মুরগির মাংস রেখে দিলে তা রান্নার পর খেতে ভাল লাগে না। অথচ মাংস ফেলে দিতেও মন চায় না! ওই মাংস দিয়েই কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারেন সুস্বাদু ভর্তা! চেটেপুটে খাবে সকলেই।

উপকরণ: হাড় ছাড়া মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম নুন: স্বাদ অনুযায়ী, পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ, ধনেপাতা কুচি: আধ কাপ, টম্যাটো: আধ কাপ, রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ শুকনো লঙ্কা: ১০টি, সর্ষের তেল:, ৪ টেবিল চামচ, লেবু: ১টি প্রণালী: কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কাগুলি ভেজে নিন। একটি পাত্রে মাংস নিয়ে তাতে এক এক করে নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, রসুন কুচি দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এ বার এই মাংসগুলি সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ করা মাংসের মধ্যে অর্ধেকটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে অল্প তেলে ভেজে নিন। পুরো মিশ্রণটি শিলে কিংবা মিক্সারে বেটে নিন। একটি থালায় তেল-সহ ভাজা শুকনো লঙ্কা, স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এ বার এতে একে একে পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, তেল, বাটা মুরগির মাংস, লেবু দিয়ে আবার মেখে নিন। তৈরি হয়ে যাবে মুখরোচক মুরগির মাংসের ঝাল ভর্তা। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে?

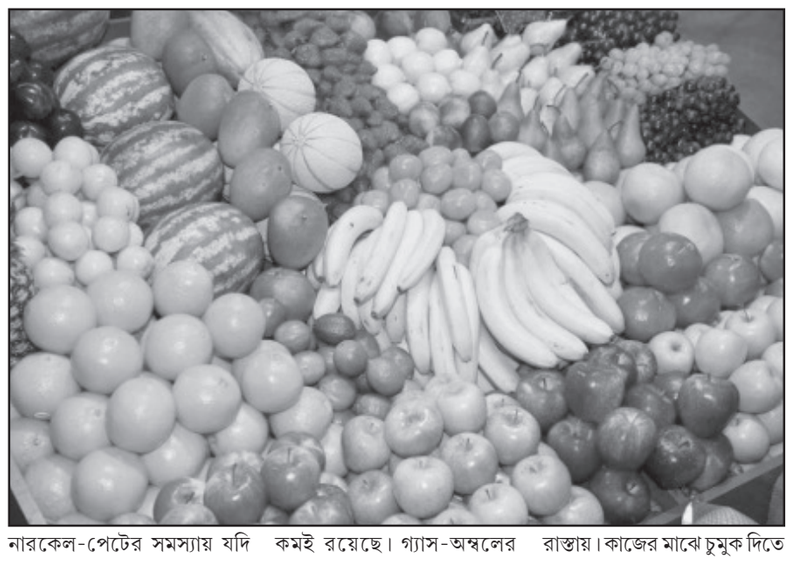

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে? নিয়মের এ দিক-ও দিক হলেই শুরু হয়ে যায় পেটের গোলমাল। অনেকের তো আবার বাড়ির খাবারও সহ্য হয় না। এমন সমস্যা থাকলে বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। খাওয়াদাওয়া থেকে রোজের জীবনযাত্রা সব কিছুতেই বদল আনা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাইরের খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে আগে।

অনেকেই গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ভরসা রাখেন ওষুধের উপর। চিকিৎসকরা বেশি গ্যাসের ওষুধ খেতে বারণ করেন। তাতে হিতে বিপরীত হয়। ওষুধের থেকে গ্যাসের সমস্যা কমাতে বেশি উপকারী হতে পারে কয়েকটি ফল। রোজ না হলেও, মাঝেমাঝে খেলে সুফল পাবেন।

তরমুজ- এই ফলে জলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তাই গ্যাসের সমস্যা কমাতে উপকারী তরমুজ। পেটে জমে থাকে অ্যাসিড শরীরের বাইরে বার করে দিতে এর জুড়ি মেলা ভার। ফলে অম্বলের সমস্যা থেকে দূরে থাকতে তরমুজের উপর অনায়াসে ভরসা রাখা যেতে পারে। গ্যাসের সমস্যা থাকলে নিয়ম করে না হোক যত দিন তরমুজ রয়েছে মাঝেমাঝে যদি খেতে পারেন, সুস্থ থাকবেন।

নারকেল-পেটের সমস্যায় যদি অহরহ ভুগে থাকেন, তা হলে সুস্থ থাকার একমাত্র ওষুধ কিন্তু নারকেল। অনেকেরই ধারণা, নারকেল খেলে গ্যাস হয়। তাই এই ফলটি সচেতন ভাবেই এড়িয়ে চলেন কেউ কেউ। কিন্তু নারকেল যাঁদের সহজেই হজম হয়, তাঁরা এই ফলটি খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

পেয়ারা-ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে পেয়ারায়। ফলে হজমজনিত যে কোনও সমস্যায় পেয়ারা কার্যকর। তবে পেয়ারা খেলে যদি পেট ফাঁপে, তা হলে না খাওয়াই ভাল। কিন্তু এমনিতে পেয়ারার মতো উপকারী ফল খুব কমই রয়েছে। গ্যাস-অম্বলের সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পেয়ারা খেতেই পারেন।

কী কী ভাবে বানাতে পারেন ডিটক্স ওয়াটার?

১) ফল দিয়ে: লেবু, শসা, পুদিনা পাতা কুচি করে কেটে এক বোতল জলে মিশিয়ে রাখুন। পাঁচ থেকে ছ' ঘণ্টা পরে এই জলেই চুমুক দিতে পারেন। শরীরের আর্দতা বজায় রাখতে এই পন্থা দারুণ কাজ দেয়। এ ছাড়া, রাতে জলের মধ্যে লেবুর রস, লেবু পাতা, ও কয়েকটি লেবুর টুকরো দিয়ে দিন। পরের দিন সকালে বোতলে ভরে নিন সেই জল। ব্যাগে পুড়ে বেরিয়ে পড়ুন রাস্তায়। কাজের মাঝে চুমুক দিতে ভুলবেন না যেন।

২) বেরি দিয়ে: অনলাইন কিংবা সুপার মার্কেটে হিমায়িত বেরি কিনতে পাওয়া যায়। স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি কিনেও আপনি জলের বোতলে ভরে রেখে দিতে পারেন। কাজের ফাঁকে হালকা মিষ্টি স্বাদের এই পানীয়তে চুমুক দিতে মন্দ লাগবে না।

৩) ফল-সব্জির খোসা দিয়ে: ফল, সব্জির খোসা ফেলে দেন? শসা, আপেলের খোসা না ফেলে জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে পারেন। এই জল খেলে শরীরে আর্দতা বজায় থাকবে আর ফলের পুষ্টিগুণও পাবে শরীর।

ডায়েটের মাঝে খিদে পেয়ে যাচ্ছে?

৫৬ বছর বয়সি মৈনাকের শরীরে বাসা বেঁধেছে কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগ। চিকিতকের কাছে যাওয়ায় তিনি ভূরি ভূরি ওষুধ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সবার আগে তিনি বলেছেন ওজন কমাতে। মৈনাকের ওজন ৮০ কেজির কাছাকাছি। পুষ্টিবিদের কাছে গিয়ে ডায়েট চার্ট বানিয়ে এনেছেন বটে, তবে ডায়েটের শুরুর দিকে পরিমিত খাবার খেয়ে মৈনাকের খিদে মিটছে না।

মনের মধ্যে সারা ক্ষণ খাই খাই ভাব। কাজে মন দিতে পারছেন না খিদের ঠেলায়! এমন সমস্যা ডায়েট করার শুরুতে অনেকেরই হয়।

অনেকেই ভাবেন, পরিমাণে কম খেলেই বুঝি রোগা হওয়া যায়। এমনটা কিন্তু নয়। ডায়েট করলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার খেতে হয়। ডায়েট শুরুর দিকে খিদে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। খিদে পেলে কী ভাবে তা সামাল দেবেন, জানতে হবে সেই টোটকাই। ডায়েটের সময়ে খিদে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন কী ভাবে? ১) খিদে পেলেই বেশি করে জল খেয়ে নিন। এই টোটকায় খিদে অনেকটাই কমে। জল খেলে পেট ভরে যায়। যে কোনও ডায়েট করার সময়ে পর্যাপ্ত জল খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। এতে শরীর থেকে টক্সিন জাতীয় পদার্থগুলি বেরিয়ে যায়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও কম হয়। বাইরে রেরোলে সঙ্গে ডিটক্স ওয়াটার রাখতে পারেন। বারে বারে লেবু, পুদিনা, শসা, তরমুজ মেশানো জলে চুমুক দিতে থাকুন, খিদে কম পাবে।

২) খিদের সমস্যা দূর করার জন্য ডায়েটে বেশি করে ফাইবার জাতীয় খাবার রাখতে পারেন। এই প্রকার খাবার খেলে পেট অনেক ক্ষণ ভরতি থাকে। খিদে কম পায়। ওটমিল, বার্লি, ফল ও শাক-সব্জিতে ভরপুর মাত্রায় ফাইবার থাকে। খেতে পারেন মটর, শিম, রাজমা ও বিভিন্ন প্রকার ডালও। ৩) প্রোটিনও খিদে কমাতে সাহায্য করে। ডায়েট করার সময় খাদ্যতালিকায় চার ঘণ্টা অন্তর প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার রাখলে তা খিদে পাওয়ার অনুভূতি কমাতে সাহায্য করে। তাই ডায়েটে বেশি করে চিকেন, ডিম, পনির এবং মাছ রাখুন। ৪) মানসিক ভাবে চাঙ্গা থাকতে হবে। ডায়েট শুরু করলে অনেকেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। ফলে শরীরে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। এ রকম হলে কিন্তু আমরা অজান্তেই বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলি। ওজন কিছুতেই কমে না। ডায়েট শুরু করার আগে তাই মানসিক ভাবে প্রস্তুত হোন। নইলে শত চেষ্টাতেও ওজন কমবে না। ডায়েটের সময় খুব বেশি ক্ষণ খালি পেটে থাকবেন না, অল্প অল্প করে খাবার বারে বারে খান। ৫) খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো না করাই ভাল। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাবার খেলে পেট অনেক ক্ষণ ভরা থাকে। খিদেও কম পায়।

বিশেষ পানীয়টি কী ভাবে বানাতে হয়?

গরমে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে কেউ এলে তাঁকে একটু জল-মিষ্টি খেতে দেওয়ার রেওয়াজ বহু পুরনো। এখনও অনেক বাড়িতেই এই চল রয়েছে। অতিরিক্ত ঘাম হলে শরীর কাহিল হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় খনিজগুলি ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে এই ইলেকট্রোলাইট বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়।

এই উপাদানগুলির ঘাটতি পূরণ করতে তখন শুধু জল-মিষ্টিতে কিন্তু কাজ হবে না। অভিনেত্রী এবং প্রভাবী ছবি মিত্তল ইনস্টাগ্রামে সম্প্রতি পোস্ট করেছেন তাঁর পছন্দের বিশেষ একটি পানীয়। যা গরমে তেষ্টা মেটানোর পাশাপাশি শরীরে জলের ঘাটতিও পূরণ করে। বাড়ির সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে সহজেই বানিয়ে ফেলা যায় এই পানীয়। তবে চিকিতকেরা বলছেন, যাঁদের সাইট্রাস জাতীয় খাবারে অ্যালার্জি রয়েছে, তাঁরা এই পানীয় খাবেন না।

এই পানীয় খেলে শরীরে কোন উপকারে লাগে?

১) গরমে শরীর জলশূন্য হয়ে পড়লে ততণাতসেই ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

২) শরীরচর্চা করার পর খুব ক্লান্ত বোধ করলে চনমনে ভাব এনে দিতে পারে এই পানীয়।

৩) লেবুর রসে ভিটামিন সি-র পরিমাণ বেশি। তাই প্রতি দিন শরীরে যে পরিমাণ ভিটামিন সি প্রয়োজন, তা লেবুর রস থেকে পাওয়া যেতে পারে।

৪) পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম অর্থাত ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫) যে হেতু এই পানীয়ে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অন্যান্য বোতলজাত পানীয়ের তুলনায় তা অনেকটাই নিরাপদ। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও নেই।

এই পানীয় তৈরি করবেন কী ভাবে?

উপকরণ

লেবু: ১টি

গুড়: ১ টেবিল চামচ

পুদিনা পাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ

সৈন্ধব লবণ: ১ চা চামচ

প্রণালী

বড় একটি পাত্রে লেবুর রস, গুড়, নুন এবং পুদিনা পাতা দিন। তার মধ্যে দিন জল এবং কয়েক টুকরো বরফ। চাইলে ঠান্ডা জলও দিতে পারেন।

এ বার এই মিশ্রণটি ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন।

শিশুর ভালো ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলার উপায়

শিশুরা ঘুমাতে চায় না সহজে। ফলে তাদের ঘুমের নির্দিষ্ট অভ্যাস গড়ে তোলা সহজ নয়।

নবজাতক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার জন্যই রাতে নির্ভেজাল ঘুম অত্যন্ত জরুরি। সন্তানের ঘুমের ঘাটতি মেটাতে তাই যখনই সে ক্লান্ত হয় তখনই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর অসময়ে ঘুমানোর কারণে যখন সবার ঘুমানোর সময় তখন সে আর ঘুমাতে চায় না।

অপরদিকে সন্তানের ঘুম পর্যাপ্ত না হলে তার উৎফুল্লতা কমে, বিরক্তি বাড়ে, কান্না লেগেই থাকে। ঘুমের অভাবে মস্তিষ্ক ক্লান্ত থাকার কারণে শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর এবং পরিবারের অন্যদের পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হলে তার ঘুমকে নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে নিতে হবে, সেটাকে শিশুর অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

মা ও শিশু-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো সেই কাজে সফল হওয়া উপায়।

ঘুমানোর আগের রুটিন: গোসল, কাপড় বদলানো আর দাঁত মাজা ঘুমের জন্য প্রস্তুতি ইঙ্গিত করে। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একই সময়ে শিশুকে গোসল না করালেও অন্তত দাঁত ব্রাশ করিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেলে ক্রমেই সেটা শিশুর অভ্যাসের অংশ হয়ে আসবে। ফলে ঘুম আসবে সহজেই।

রাতের খাবার: শিশুর রাতের খাবারটা ঘুমানো দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে হতে হবে। এর আগে খেলে শিশুর আবার ক্ষুধা লেগে যেতে পারে কিংবা ক্ষুধার কারণে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আবার ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগেই রাতের খাবার খেয়ে শিশু খেলতে আগ্রহী হয় বেশি, ঘুমাতে চায় না।

শোবার ঘরের পরিবেশ: শিশুদের ঘুম পাতলা হয়, সামান্য শব্দেই তার ঘুম ভেঙে যাওয়া সম্ভব। আবার ঘরে আলো থাকলে সেটাও তার ঘুমের সমস্যা তৈরি করবে। তাই শিশুর শোবার ঘরটায় যাতে ঘুমানোর জন্য আরামদায়ক একটা পরিবেশ থাকে সেদিয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ব্যবহার: রাতে ঘুমানোর আগে শিশুদের টিভি কিংবা মোবাইল দেখা থেকে বিরত রাখতে হবে। এসব যন্ত্রের বৈদ্যুতিক পর্দা থেকে নিঃসৃত নীল আলো ঘুমকে দূরে রাখে। আর কার্টুন দেখা বা গেইম খেলার সুযোগ থাকতে ঘুমাতে যাওয়া শিশুকে খুঁজে পাওয়া হয়ত অসম্ভব। ক্যাফেইন গ্রহন না করা: প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ঘুম তাড়ানো জন্য যে 'ক্যাফেইন' গ্রহণ করে তা যদি শিশু ঘুমানোর আগে গ্রহণ করে তবে তার ঘুম আসবে না এটাই স্বাভাবিক। চা-কফি ছাড়াও ক্যাফেইন'য়ের আরও উৎস আছে। যেমন- চকলেট ও কোমল পানীয়। আর দুটোই ঘুমানোর আগে খাওয়া শিশুর জন্য অসম্ভব নয়।

ঘুমের নির্দিষ্ট সময় ধরে রাখা: গতরাতে অনেক যন্ত্রনা করেছে, ঘুমায়নি বলে আজকে দুপুরে তাকে ঘুম পাড়ানো প্রবল চেষ্টা দেখা যায় অনেকের মাঝে। হয়ত ভাবছেন রাতের ঘুমের ঘাটতিটা কমে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো বিকেল কিংবা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমানোর পর শিশুর সকল ক্লান্তি হারিয়ে গেছে। ফলে রাতে ঘুমানোর স্বাভাবিক সময়ে তার কোনো ক্লান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই।

মঙ্গলবার আগরতলায় এসএফআইএয়ের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

মমতা বিজেপি-কে আক্রমণ করে বললেন

অসম সরকারের এনআরসি নোটিস গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ

কলকাতা, ৮ জুলাই :পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মঙ্গলবার বিজেপি শাসিত অসম সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন, যখন সেখানে একটি বিদেশী ট্রাইবিউনাল কুচবিহারের এক কৃষককে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে নোটিস জারি করে। মমতা এই পদক্ষেপটিকে "গণতন্ত্রের উপর একটি সিস্টেমেটিক আক্রমণ" বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি কার্যকর করার চেষ্টা করছে, যেখানে তাদের কোনো এখতিয়ার নেই।

মমতা ব্যানার্জি বলেন, "এই ঘটনা একটি বিপজ্জনক অত্যাচার এবং প্রান্তিক জনগণের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভেদী আক্রমণ। এটি একটি সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা, যা গণতান্ত্রিক সুরক্ষাগুলোর উপর বিজেপির বিপজ্জনক এজেন্ডাকে উন্মোচন করে।"

বিজেপির শাসনে অসম সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে মমতা বলেন, "আমি অত্যন্ত বিস্মিত এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে, অসমের বিদেশী ট্রাইবিউনাল কুচবিহারের একজন রাজবংশী কৃষক উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে নোটিস পাঠিয়েছে, যদিও তিনি ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে দিনহাটায় বসবাস করছেন এবং তার কাছে বৈধ পরিচয়পত্র রয়েছে।"

মমতা আরও বলেন, "এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে বিজেপি অসমে ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বাংলায় জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। বিশেষত প্রান্তিক জনগণের উপর এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ।"

মমতা ব্যানার্জি দেশের অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "বিজেপির বিভাজক এবং দমনমূলক মেশিনারির বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলকে একত্রিত হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ কখনও এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না যখন ভারতের সাংবিধানিক তন্তুগুলি ছিঁড়ে ফেলা হবে।"তিনি বলেন, "বিজেপির এই সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন জনগণের প্রতি অবমাননা এবং গণতান্ত্রিক সুরক্ষা ধ্বংসের একটি ক্ষতিকর প্রচেষ্টা।"

বিষয়টি যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কৃষক উত্তম কুমার ব্রজবাসী সংবাদমাধ্যমের কাছে জানান যে, তিনি বিস্মিত হয়েছেন যখন তাকে অবৈধ অভিবাসী সন্দেহে নোটিস দেওয়া হয়, যদিও তিনি কখনও কুচবিহারের বাইরে যাননি। ব্রজবাসী জানিয়েছেন, তিনি গত পঞ্চাশ বছর ধরে দিনহাটায় বসবাস করছেন এবং তার কাছে সকল বৈধ ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে। দিকে, বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে দোষারোপ করেছে এবং দাবি করেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বেআইনি অভিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছে ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া যাচ্ছে। বিজেপির দাবি, এসব পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে দেওয়া হচ্ছে এবং কিছু মানুষকে ভুলভাবে নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

এই ঘটনা বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি করেছে। এনআরসি বিষয়টি এক নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যা আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও তীব্র হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজ্যের নির্বাচনী কৌশল হিসেবে এনআরসি ইস্যুকে ব্যবহার করছে।বিজেপির এক শীর্ষ নেতা বলেন, "এটি একটি প্রমাণ যে তৃণমূল কংগ্রেস অবৈধ অভিবাসীদের সমর্থন করছে এবং রাজ্যে এনআরসি কার্যকর হওয়ার পথ প্রশস্ত করছে।"

অন্যদিকে, মমতা ব্যানার্জি তার বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, বাংলা জনগণের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই প্রয়াসকে প্রতিরোধ করবে।

তিনি আরও বলেন, "বিজেপি তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সেবা করতে বিশ্বাসী। সিকিমের জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য আমাদের দল সদস্যদেরকে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখতে উতাহিত করে। নতুন সদস্যদের এই উদ্যোগে আমাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সিকিমের উন্নয়নে আমরা আরও সফল হব।"

নতুন সদস্যদের একাধিক সামাজিক কাজ ও জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম পেনডাম বিধানসভা থেকে আসা গোমা সুভা, মোমথি সুভা এবং নাভিকা সুভা ইত্যাদি স্থানীয় মহিলাদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। তাঁরা সমাজের নানা সমস্যার প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

বিক্রম গুরুং, যারা ইয়োকসম তাসিডিং থেকে বিজেপিতে যোগদান করেছেন, বলেছেন, "সিকিমের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বিজেপি যে পথচলা শুরু করেছে, তাতে আমি সঙ্গী হতে পেরে গর্বিত। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ভারত এবং সিকিম আরও শক্তিশালী হবে, এবং আমরা এই পরিবর্তন আনার অংশ হতে চাই।"

এছাড়া, নতুন সদস্যদের মধ্যে কিছু জনসেবক এবং শিক্ষাবিদও রয়েছেন, যাঁরা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য বছরের পর বছর কাজ করে আসছেন। তাঁদের মতে, বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁরা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে এবং তাঁদের সমস্যার সমাধানে কাজ করতে পারবেন।

ড. থাপা নতুন সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এটি একটি সময় যখন সিকিমে শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং সততার সাথে জনগণের সেবা প্রয়োজন। সিকিমের জনগণের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমাদের দল একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। নতুন সদস্যদের দায়িত্ব হবে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় জনগণের সাথে কাজ করে, তাঁদের সমস্যাগুলি সমাধান করা এবং দলের বার্তা পৌঁছানো।"তিনি আরও যোগ করেন, "আমরা বিশ্বাস করি, এই নতুন সদস্যরা তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিকিমের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। তাঁদের হাতে আমরা নতুন শক্তি ও উদ্যম দেখতে পাচ্ছি।"বিজেপি সিকিমে নতুন সদস্যদের যোগদানকে একটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসেবে দেখছে। স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি এবং জনগণের মধ্যে দলের প্রতি আস্থা বাড়ানো সিকিমের রাজনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।বিজেপির নেতৃবৃন্দ বলছেন, এই নতুন সদস্যরা দলের লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন এবং তৃণমূল পর্যায়ে দলের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তাঁদের সক্রিয়তা ও নেতৃত্ব সিকিমের রাজনৈতিক চিত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, এমনটাই তাঁদের বিশ্বাস।এই যোগদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিকিম বিজেপি একটি নতুন শক্তি পেয়েছে এবং এর মাধ্যমে সিকিমে আগামী দিনগুলোতে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিবর্তন শুধু দলের উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং সিকিমের জনগণের জন্য নতুন সুযোগ ও উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গোটা ঘটনার

● প্রথম পাতার পর

নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাব।

তিনি আরো বলেন, নির্যাতিতার হাতে লেখা অভিযোগপত্রে অভিযুক্তদের নাম পুলিশ কেটে 'জে', 'এম'", 'পি' ইত্যাদি অক্ষর বসিয়ে দিয়েছে। মিডিয়াতেই অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ হয়েছিল। প্রধান অভিযুক্তের নাম সবাই জানে। এভাবে পুলিশের নাম মুছে দেওয়ার ঘটনা জীবনেও দেখিনি। এমন কাজ পুলিশ না করলে সম্ভব নয়। যে পুলিশ এফআইআর-এ পরিবর্তন করে, সে কখনও নির্যাতিতাকে ন্যায় দিতে পারে না। পুলিশের কথামতো, প্রধান অভিযুক্তের নামে ২০১৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১১টি মামলা রয়েছে। ৪ বার গ্রেফতারও হয়েছে সে। তবুও তাকে ফের ওই ল কলেজে কাজ দেওয়া হয়। কলেজের স্টাফ, এমটিএস, গার্ড নিয়োগেও কারা জড়িত? দক্ষিণ কলকাতার ওই ল কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান স্থানীয় বিধায়ক আশোক দেব। তারই ইচ্ছায় প্রধান অভিযুক্তকে সেখানে চাকরি দেওয়া হয়।

একজন দাগী তৃণমূল ছাত্রনেতা, ক্যাম্পাসের গুন্ডা। এই ঘটনার সঙ্গে আরও তিনজন জড়িত দু'জন ছাত্র ও এক গার্ড। এফআইআর বদলের ধরন দেখে মনে হচ্ছে আরও কেউ এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। পুলিশ ঠিকমতো তদন্ত করছে না। আমরা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। পুলিশের দেওয়া নম্বরে ফোন করি। কেউ উত্তর দেয়নি। এসএমএস করলেও সাড়া আসেনি। বলা হয়, পুলিশি নিরাপত্তায় আছে। কোথায়, তা কেউ জানে না।

তিনি আরো বলেন, বাংলার আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। হত্যাকাণ্ড, গণধর্ষণ, লুট, দাঙ্গা এ সব নিত্যদিনের ঘটনা। অধিকাংশ অপরাধী তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ। প্রশাসন ও পুলিশ এদের রক্ষা করে। ভোটের সময়ও এরা সন্ত্রাস চালায়। সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে পারে না। ভোটারদের বাধ্য করা হয় তৃণমূলকে ভোট দিতে।

তিনি এদিন দাবি করেন, অভিযুক্তদের নাম এফআইআর -এ মুছে ফেলার কারণ তদন্ত করতে হবে। নিরপেক্ষ, উচ্চপর্যায়ের বা কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত করতে হবে। শুধু এই ঘটনা নয়, মেডিক্যাল কলেজ, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দাগী তৃণমূলকর্মী নিয়োগ ও অপরাধের ঘটনা হচ্ছে। পুলিশ কমিশনারকেও বলা হয়েছে, নারী নির্যাতনের এফআইআর নথিভুক্তি ও তদন্ত ডিএসপি স্তরের আধিকারিককে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যারা দায়িত্বে গাফিলতি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা জনিত

● প্রথম পাতার পর

একইভাবে দুর্ঘটনাচারিত ঘটনায়ও অনেকটাই রাশ টানা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন মামলায় যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট আইনের আওতায় নিয়ে এসে উপযুক্ত সাজা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য এদিন তিনি টিএসআর ৬ এবং ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানও পরিদর্শন করেছেন। সেখানেও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলাজনিত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন।

১১ জুলাই পর্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

কারণে গতকালই বাতিল হয়েছে ৭ ও ৮ জুলাই ১৫৬১৫ গুয়াহাটি—শিলচর এক্সপ্রেস এবং ১৫৬১১/১৫৬১২ রংগিয়া—সিলচর—রংগিয়া এক্সপ্রেস, ৮ ও ৯ জুলাই ১৫৬১৬ শিলচর—গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, ৭ জুলাই ১৫৬১৭ গুয়াহাটি—দুর্লভছড়া এক্সপ্রেস ও ০৫৬৩৮ শিলচর—নাহারলাগুন এক্সপ্রেস এবং ৮ জুলাই ১৫৬১৮ দুর্লভছড়া—গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ০৫৬৩৭ নাহারলাগুন—সিলচর এক্সপ্রেস।

আজ একটি বিজ্ঞপ্তিতে আরো বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ট্রেন নম্বর ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস, ১৫৬১৭ গুয়াহাটি - দুল্লভচেরা এক্সপ্রেস বাতিল হয়েছে। ৯ জুলাইয়ের ১৫৮৮৮/১৫৮৮৭ গুয়াহাটি বদরপুর-গুয়াহাটি ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস বাতিল হয়েছে।

.১০ জুলাই এর ০৫৬৩৯ শিলচর - কলকাতা স্পেশাল এবং ট্রেন নং ০৫৬২৮ আগরতলা গুয়াহাটি বিশেষ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ট্রেন নম্বর ০৫৬৪০ কলকাতা - শিলচর স্পেশাল এবং ট্রেন নং ০৫৬২৭ গুয়াহাটি -আগরতলা বিশেষ যা ১১ জুলাই চলার কথা ছিল, তাও বাতিল করা হয়েছে।

ধর্মঘট ব্যর্থ করতে ময়দানে

● প্রথম পাতার পর

বিএমএস নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মহকুমার নেতৃত্বরা মানতে নারাজ। আজ মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ডিং বিএমএস-এর সভাপতি বিপ্লব মজুমদার বলেন, এই ধর্মঘট মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে। সিপিআইএমের ডাকাই ধর্মঘট এটা মানুষের পক্ষ নয়। তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা এই ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে। তাই বিএমএস এর নেতৃত্বরা জানালেন আগামীকাল স্বাভাবিক থাকবে যান পরিষেবা। তাছাড়া আজকে তারা একটি মাইকিং এবং সন্ধ্যা বেলা একটি মিছিল করবেন এই বন্ধের বিরুদ্ধে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি

পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে পরবর্তী চার দিন পর্যন্ত প্রবল প্রভাব

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : মৌসম অধিদপ্তর আজ চট্টগ্রাম, পূর্ব রাজস্থান, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, কনকণ, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, উত্তরাখণ্ড এবং বিদর্ভে বিভিন্ন জায়গায় মাঝারি থেকে তীব্র বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। অধিদপ্তর জানায়, দক্ষিণ-পশ্চিম গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং তার আশেপাশের এলাকায় কম চাপের কারণে পরবর্তী তিন দিন ধরে ভারতের মধ্যাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলতে পারে।

এছাড়াও, পশ্চিম তটের সাথে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে পরবর্তী চার দিন ধরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে আজ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মৌসম অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টির কারণে মৃতের সংখ্যা মঙ্গলবার পর্যন্ত ৮০ জনে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ৫২ জনের মৃত্যু সরাসরি ভূমিধস, বন্যা এবং মেঘফাটার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয়েছে। বাকি ২৮ জনের মৃত্যু অন্যান্য কারণে, যেমন সড়ক দুর্ঘটনা, ঘটেছে।

হিমাচল প্রদেশে এ পর্যন্ত ১২৮ জন আহত হয়েছেন, ৩২০টি বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ৩৮টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ১০,২৫৪টি পশু-পাখির মৃত্যু হয়েছে এবং সরকারি অবকাঠামোর ক্ষতি ৬৯, ২৬৫.৬০ লাখ টাকা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ভারী বৃষ্টির কারণে কলকাতার বেশ কিছু এলাকাতে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। শ্যামবাজার, উল্টাডাঙা, ধাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, বেহালা, ইএম বাইপাস এবং সল্টলেকের সেক্টর ৫ সহ হাওড়া শহরের কিছু অংশে জলাবদ্ধতার খবর পাওয়া গেছে।

আজ দিল্লি শহরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজ বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতের পূর্বাভাস রয়েছে, এবং শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে, যা সাধারণের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রী বেশি। আইএমডির মতে, আজ দিনের বেলায় মেঘলা আকাশ এবং মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে।

আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন উত্তরাখণ্ড, পূর্ব রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম রাজস্থান এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে।

আইএমডি জানিয়েছে, কোস্টাল কর্ণাটক, মহে এবং কেরালায় বিচ্ছিন্নভাবে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে।

হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্কু সোমবার একটি উচ্চস্তরের জরুরি বৈঠক করেছেন, যেখানে তিনি বিশেষভাবে "সায়েন্টিফিক রোড নির্মাণ পদ্ধতির" গুরুত্ব তুলে ধরেন, বিশেষত চারলেন এবং জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে।

তিনি বলেন, "ভূমিধস এবং নির্মাণ-সংশ্লিষ্ট বিপর্যয় রোধে সঠিক াল কাটা এবং মাটি পরীক্ষা অবশ্যই বাধ্যতামূলক করা উচিত।"

বিশেষভাবে মান্ডি, কুলু, কংগ্রা এবং শিমলা জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ফসল, সড়ক, সেতু এবং বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। সরকার দুর্যোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা করতে কাজ করছে।

রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে সতর্ক থাকার এবং নদী, খাড়া ঢাল এবং নির্মাণাধীন স্থলগুলির কাছে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

বিদ্যুৎ বিলের আরও

● প্রথম পাতার পর

বিল তোলার ঝামেলা থাকবে না, দরজা বন্ধ থাকায় বিল না পাওয়ার সমস্যাও থাকবে না, গ্রাহকরা মোবাইল অ্যাপ বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিদিনের বিদ্যুৎ খরচ মনিটর করতে পারবেন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরে সতর্কবার্তা পৌঁছবে, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

তিনি আরও বলেন গ্রাহকরা তাদের মাসিক বাজেট অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। পাশাপাশি, স্মার্ট মিটার থাকলে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য আলাদা নেট মিটার বসানোর প্রয়োজন নেই, ফলে প্রায় ৫ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে।

পাশাপাশি মন্ত্রী আরো জানান স্মার্ট মিটার স্থাপন সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ট্রান্সফরমারগুলিতেও স্মার্ট মিটার বসানো হবে, যাতে ঐ এলাকার গ্রাহকেরা মোট কতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, তা লোড অ্যাসেস করা যায়। এর ভিত্তিতে নিগমের এন ও এম সি রুম থেকে মনিটর করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ট্রান্সফরমার বসানোর বা বিদ্যমান ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন আগরতলা শহরে ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক তার বসানোর জন্য বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডি পি আর) তৈরির টেন্ডার ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে ডি পি আর তৈরি হবে এবং অক্টোবর মাস থেকে কাজ শুরু হবে।

আগরতলা পৌর নিগম এলাকার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে খুমুলুং, উদয়পুর ও ধর্মনগর এলাকাতেও ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে," জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী।

উদয়পুর ও সোনামুড়ার

● প্রথম পাতার পর

বেহাল জলযাবার ব্যবস্থা নেই। কাউন্সিলার রঞ্জিত দাসের দেখা নেই। এলাকার জনগণ জানিয়েছেন এই কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতে টাউন সোনা মুড়া এলাকায় জল জমে যাবার ফলে মানুষের কষ্টের সীমা নেই। পৌর পরিষদ থেকে জলের পাম্প মেশিন চালিয়ে জল যাবার ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু তাও করে নি পুর পরিষদ। এ নিয়ে এলাকার জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে একরাশ ক্ষোভ।

এদিকে, গত ২৪ ঘন্টার বৃষ্টিতে সোনামুড়ার মোটরস্ট্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি স্থানে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এই বৃষ্টিতে কৃষকদের পক্ষ থেকে স্বস্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

সোনামুড়া মহকুমা গতকাল রাত থেকে শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। টানা বৃষ্টিতে কৃষক মহলে মোটামুটি স্বস্তি ফিরলেও মোটর স্ট্যান্ডসহ বেশ কয়েকটি স্থানে জমা জলে দুর্ভোগ সহ্য করছেন সাধারণ মানুষ। মহকুমার কাঠালিয়া ব্লকে এলাকয় প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ পরিবার কৃষি নির্ভর।বোরো ধানের ফসল কাটার পরে কৃষকরা মোটামুটি আমন ধানের রোয়া লাগানোর জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন জমি।

কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে বৃষ্টি না হওয়াতে অধিকাংশ জমি আবার শুকিয়ে যায়। তবে গতকাল থেকে একনাগারে বৃষ্টির ফলে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। এবং তারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে প্রকৃতির এই লীলায় কাঠালিয়া মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় বৃষ্টির জল জমে একাকার অবস্থা। ফলে যাত্রী সাধারণ থেকে শুরু করে ছোট মাঝারি যানবাহন চালকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টির মূল কারণ।

পাহাড়ি জনপদে

● প্রথম পাতার পর

মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে ২৫ জন এবং কল্যাণপুর ব্লকে ৩০ জন ডিডিটি ওয়ার্কার নিয়োজিত থাকলেও, কাজ না থাকায় তাঁরা বছরের পর বছর ধরে বেকার হয়ে রয়েছেন।

এই মুহূর্তে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই কেউ না কেউ জ্বরে আক্রান্ত। কোথাও ভাইরাল জ্বর, কোথাও ম্যালেরিয়াকিন্তু সঠিক রক্ত পরীক্ষা ছাড়া বাস্তব চিত্র বোঝা সম্ভব নয়। অথচ সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া মৌলিক অধিকার।

এখন দেখার বিষয়, স্বাস্থ্য প্রশাসন কবে এই এলাকাগুলিতে গিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে, এবং কত দ্রুত আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস গ্রহণ করে।

সিপিএম বরাবরই শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর

সুযোগ সুবিধার জন্য আন্দোলন করতে হয়নি। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ২৫ বছর রাজ্যে শাসন করার পরও কৃষকদের কাছ থেকে এক টাকার ধান ক্রয় করে নি সিপিআইএম। আজ তাঁরাই কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তার করে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলে কটাক্ষ তাঁর।

তাঁর কথায়, সিপিআইএম বরাবরই শ্রমিক এবং কৃষকবিরোধী ছিল। তাই তাঁরা চিরাচরিত প্রথায় জনগনের ক্ষতি করার জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কারণ, যারা মেহনতী মানুষ, দিন মজুর তাঁরা জানেন একদিন কাজে না গেলে কি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই প্রদেশ বিজেপি ১০টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

● প্রথম পাতার পর

প্যালেস্টাইনের প্রতি সংহতির সভায় হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। সিপিআই(এম)-এর বিশালগড় ইউনিট আয়োজিত একটি শান্তিপূর্ণ সভায় বিজেপি যুব মোর্চার দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। পুলিশ, এসডিপিও ও ওসি উপস্থিত থাকলেও, ৫০-৬০ জন অস্ত্রধারী দুষ্কৃতী সভায় ইট-পাটকেল ছুঁড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং পার্টি অফিসে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। প্রায় ২০টি বাইক ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ মধ্যে উপস্থিত থেকেও কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল। এফআইআর-এ ২৬ জনের নাম উল্লেখ করা হলেও আজও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। তেমনি, একই দিনে করাইমুড়ায় সিপিআইএম নেতা মো. মুশাররফ হোসেনের বাড়িতে হামলা:

বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের মারধর, সম্পত্তি ভাঙচুর ও লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী লুটপাট করা হয়। এফআইআর দায়ের হলেও পুলিশ এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

তাছাড়া, ২১ জুন, দতারাম বাজারে কংগ্রেস সভায় হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারী। সদ্য পুলিশ অনুমোদিত সভায়, কংগ্রেস নেতা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণকে বিজেপি কর্মীরা মারধর করে। পুলিশ উপস্থিত থাকলেও বাধা দেয়নি। ২৪ জুন, টাকারজলা কমিউনিটি হলে জিতেন্দ্র চৌধুরীর সভায় ইট ছোঁড়া হয়েছে। তিপরা মথার সমর্থকরা মুখে কাপড় বেঁধে ইট ছুঁড়ে সভা পণ্ড করে দেয়। পুলিশ কার্যত নিশ্চুপ থাকে। ২৯ জুন, কাকরাবান মোটরস্ট্যান্ডে সিপিআইএম সভা বানচাল করে। বিজেপি দুষ্কৃতীরা সভাস্থল দখল করে নেয়, সিপিআই(এম) -এর অফিসে হামলা চালায়। পুলিশ সাহায্য না করায় সভা স্থগিত করা হয়।

তাছাড়া, ৬ জুলাই বিলোনিয়া বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের উপর হামলা চালিয়েছে। এসপি-র বাসভবনের সামনে দুষ্কৃতীরা চলন্ত বাইক থেকে তাঁকে টেনে ফেলে মারধর করে। পাশাপাশি, ৭ জুলাই, কমলপুরে ক্যাম্পেইন স্থগিত:বিজেপি কর্মীদের হুমকিতে ও পুলিশের অসহযোগিতায় সিপিআইএম তাদের কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

এই ধারাবাহিক ঘটনায় প্রমাণিত হয়, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে এবং প্রশাসনের একাংশের নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব দুষ্কৃতীদের আরও বেপরোয়া করে তুলেছে। বিরোধী রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানো কার্যত অসম্ভব করে তোলা হচ্ছে। তাই আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পুলিশ যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি আবেদন জানিয়েছে।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা ফুটবল এসোর উদ্যোগে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এক খুঁটি পূজার আয়োজন করা হয়।

এনএইচএআই এর উদ্যোগে ফারিদাবাদ-নোইডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করিডোরে বৃক্ষরোপণ অভিযান

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনএইচএআই (ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) একটি বৃহৎ বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেছে। এই অভিযানে প্রায় ১৭,০০০ গাছ রোপণ করা হয়েছে ফারিদাবাদ-নোইডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করিডোরের পাশে। এটি বিশেষভাবে 'এক পের মা কে নাম ২.০' ক্যাম্পেইনের আওতায় পরিচালিত হয়। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নীতিন গড়করি, রাজ্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী অজয় তামটা, রাজ্য সড়ক পরিবহন মন্ত্রী শ্রী হর্ষ মালহোত্রা, সংসদ সদস্য শ্রী মহেশ শর্মা (গৌতম বুদ্ধ নগর), বিধায়ক শ্রী ধীরেন্দ্র সিং (যেওয়ার), এনএইচএআই চেয়ারম্যান শ্রী সন্তোষ কুমার যাদব সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, এনএইচএআই, স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। এই মূহুর্তে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও বৃক্ষরোপণ করেন, যারা পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অংশগ্রহণ করে।

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটি গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে ইন্টারচেঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়, যা ফারিদাবাদ-নোইডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রোডের সংলগ্ন এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই করিডোরটি দিল্লি-এনসিআর এবং যেওয়ারে অবস্থিত নোইডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির মধ্যে সংযোগ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রী নীতিন গড়করি, যিনি পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আজকাল সড়ক ও মহাসড়কগুলোতে যানবাহনের মাধ্যমে যে পরিমাণ দূষণ ঘটে, তা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের কারণে। আমাদের জন্য এটি একটি গুরুতর সমস্যা এবং আমাদের এটি কমানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিকল্প জ্বালানি যেমন এথানল ব্যবহার এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।" তিনি আরও বলেন, "এছাড়াও, আমরা রাস্তা নির্মাণে বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষা প্রদান করছি এবং প্রায় ৮০ লাখ টন বর্জ্য রাস্তা নির্মাণে ব্যবহার করেছি।"

তিনি এও উল্লেখ করেন যে, 'পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই ধরনের বৃক্ষরোপণ অভিযানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পরিবেশ সুরক্ষায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, রাস্তার পাশে সৌন্দর্যবর্ধন, এবং আরও নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছি। "এক এক পের মা কে নাম " একটি মহৎ উদ্যোগ, এবং এনএইচএআইকে অভিনন্দন জানাই, যারা এই উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় মহাসড়কগুলিতে প্রায় ৫ কোটি গাছ রোপণ করেছে।"

ফারিদাবাদ-নোইডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করিডোরটি এলাকায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এটি শুধুমাত্র যোগাযোগের উন্নতি ঘটাবে না, বরং এ অঞ্চলের পরিবেশগত পরিস্থিতিও যথেষ্ট উন্নত করবে। প্রায় ১৭,০০০ গাছ রোপণ করায় এখানকার বায়ু গুণগত মান উন্নত হবে, মাটি ক্ষয় কমানো হবে, এবং জীববৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পাবে। এই করিডোরটি এক নতুন ধরনের পরিবেশবান্ধব অবকাঠামোর উদাহরণ স্থাপন করবে, যেখানে পরিবেশগত সুরক্ষা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন একসাথে চলবে।

এনএইচএআই ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের জাতীয় মহাসড়কগুলোকে 'গ্রিন করিডোর' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানা কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ধরনের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বিশেষত বাঁশ রোপণ, ঘন বৃক্ষরোপণ এবং ভার্টিকাল ল্যান্ডস্কেপিংয়ের মতো পদক্ষেপগুলো পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিজোরামের রাজধানী আইজল যুক্ত হচ্ছে রেল নেটওয়ার্কে, একের পর এক রাজধানী সংযুক্ত হচ্ছে ভারতের রেল মানচিত্রে

নয়াদিল্লি , ৮ জুলাই : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটি দীর্ঘ অপেক্ষার পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে। ৬০ বছর আগে ১৯৬২ সালে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু গৌহাটির সারাঈঘাট ব্রিজ উদ্বোধন করেছিলেন, তখন গুয়াহাটির রেল সংযোগ শুরু হয়েছিল। এবার, মিজোরামের রাজধানী আয়জওলও ভারতের রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে, যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য শহরগুলির মতো, আয়জওলও যুক্ত হতে চলেছে ভারতের বৃহৎ রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে।

১৯৪৭ সালের পর, বিভাজন এর কারণে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবে ১৯৬২ সালে গৌহাটির সারাঈঘাট ব্রিজ উদ্বোধনের মাধ্যমে ভারতের রেল নেটওয়ার্ক পুনরায় সংযুক্ত হয় এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ৬০ বছর পর, ভারত রেল সংযোগের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি রাজধানী শহরকে যুক্ত করতে চলেছে, যা পুরো অঞ্চলের জন্য এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মিজোরামের রাজধানী আয়জওলকে রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চলা বাইরাবি-সাইরাং রেললাইনটি একটি বিশাল প্রকল্প, যার মোট দৈর্ঘ্য ৫১.৩৮ কিলোমিটার এবং প্রকল্পটির খরচ ৫,০২১ কোটি টাকা। রেললাইনের নির্মাণ কাজটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ এটি ভূমিধস প্রবণ লুশাই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এবং সিসমিক জোন-ভি (যেখানে ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেশি) এলাকায় চলেছে। প্রকল্পটি ৪৮টি সুড়ঙ্গ, ৫৫টি প্রধান সেতু এবং ১০৪ মিটার উঁচু একটি পিয়ার নিয়ে তৈরি হয়েছে, যা দিল্লির কুতুব মিনারের চেয়ে ৪২ মিটার উঁচু। এই প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ে জন্য একটি প্রযুক্তিগত কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, কারণ এখানে রেল সংযোগ স্থাপন করতে বাধা ছিল ভূতাত্ত্বিক সমস্যা, ভূমিধস এবং কর্মী সংকট।

মিজোরাম ও আসামের মধ্যে ভ্রমণের সময় ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা কমে যাবে এই রেললাইনটির মাধ্যমে, যা এই অঞ্চলের জনসাধারণ এবং বাণিজ্যের জন্য একটি বড় সুবিধা নিয়ে আসবে। রেল সংযোগ দ্রুত সেনাবাহিনীর মোতায়েনের কাজও সহজ করবে, কারণ এটি একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সাইরাং, আয়জওলের কাছাকাছি একটি শহরতলির শহর, রেললাইনের শেষ প্রান্ত হবে। এই রেল সংযোগটি এমন একটি সময়ে আসছে যখন উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি, যেমন আগরতলা, ইতানগর এবং গৌহাটি, ইতিমধ্যে রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

গুয়াহাটির সারাঈঘাট ব্রিজের মাধ্যমে ভারতের রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়া থেকে শুরু করে, ভারতের রেল সংযোগের প্রসার এক দীর্ঘ যাত্রার গল্প। বর্তমানে, ২০২৫ সালে, ভারতের রেল নেটওয়ার্ক উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী শহরগুলোতে পৌঁছাতে চলেছে। আয়জওলকে রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার পর, ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রক আগামী দশকের মধ্যে পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতকে রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত করার লক্ষ্য স্থির করেছে।

এটি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, ঐতিহাসিকভাবে, দেশটির পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চল এক সময় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় রেলওয়ে প্রকল্পগুলির প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল, কিন্তু অবশেষে দেশীয় রেল সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেলুনি, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর বহু স্থান এখন একে অপরের সাথে যুক্ত। ২০৩০ সালের মধ্যে, মণিপুরের ইম্ফল, নাগাল্যান্ডের কোহিমা, মেঘালয়ের শিলং এবং সিকিমের গ্যাংটক, এই চারটি রাজধানীও রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর, ভারতে পার্টিশনের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে গৌহাটি পর্যন্ত রেল সংযোগ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শিলিগুড়ি করিডোর এবং জাতীয় মহাসড়কই হয়ে ওঠে একমাত্র স্থল সংযোগ। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ধীরগতি দেখা দেয়।

তবে সারাঈঘাট ব্রিজের মাধ্যমে ১৯৬২ সালে ভারতের রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়া গৌহাটি শহর উত্তর-পূর্ব ভারতকে পুনরায় ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের অংশ করে তোলে। এবং এখন, ৬০ বছর পর, এই অঞ্চলের সমস্ত রাজ্যকে রেল সংযোগের মাধ্যমে একসাথে আনা হচ্ছে।

আয়জওলের সঙ্গে রেল সংযোগের কাজ শেষ হলে, ভারতীয় রেলওয়ে মন্ত্রক মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, সিকিমের মতো রাজ্যগুলোকে রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করবে। চলমান প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, ইম্ফল (মণিপুর)-এর জন্য ১১০ কিলোমিটার জিরিবাম-টুপুল রেললাইন, কোহিমার জন্য ৮২ কিলোমিটার ডিমাপুর-জুবজা রেললাইন, শিলংয়ের জন্য ১০০ কিলোমিটার বাইরনিহাট-শিলং রেললাইন এবং সিকিমের গ্যাংটক পর্যন্ত সিভোক-রাংপো রেললাইন।

প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং এগুলোর সাফল্য বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে রেল সংযোগও আরও সহজ করবে।

১৯৬২ সালে সারাঈঘাট ব্রিজের উদ্বোধন দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছিল, এবং ২০২৫ সালে আয়জওল এর পরবর্তী মাইলফলক। ২০৩০ সালের মধ্যে, যদি সব পরিকল্পনা সফল হয়, তবে পুরো উত্তর-পূর্ব ভারত রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ সংযোগ আরও মজবুত করবে এবং কৌশলগত গুরুত্ব বাড়াবে।

অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পরিস্থিতি: মিয়ানমারে চীনের নতুন কৌশল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চাপ বাড়ানোর লক্ষ্য

ঢাকা, ৮ জুলাই : অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে শীর্ষ গোয়েন্দা সূত্র জানায়, চীন মিয়ানমারের প্রতি তার কৌশলগত নীতি পুনর্গঠন করেছে, যার উদ্দেশ্য ভারতকে একাধিক দিক থেকে চাপ দেওয়া। বিশেষ করে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে চীনের এই নতুন কৌশল। সূত্রগুলির মতে, এই পুনঃসংশোধন চীনের পরিকল্পনা অনুযায়ী মিয়ানমারের সামরিক জান্তাকে একটি কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, যা ভারতকে নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং ভূরাজনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে সাহায্য করবে।

গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, চীন মিয়ানমারে বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে রয়েছে মুসে-ম্যান্ডালে-ক্যাওকফিউ রেলপথ এবং চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর -এর সঙ্গে সংযুক্ত পাইপলাইনগুলো। এই প্রকল্পগুলো কেবল উত্তরের শান রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথগুলোকে সুরক্ষিত করবে না, বরং চীনের নিয়ন্ত্রণ বাড়াবে গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট অঞ্চলে।

অতিরিক্তভাবে, চীনে মিয়ানমারের সাথে যৌথ নিরাপত্তা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে, যা "পুঁজির সুরক্ষা" লক্ষ্য করে, এবং এর মাধ্যমে জান্তা বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। এই চীনা সমর্থিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা মিয়ানমারের আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং ভারতের সীমান্তের কাছে চীনের প্রভাবকে আরও দৃঢ় করছে। গোয়েন্দা সূত্র আরও জানায়, চীন-পরিচালিত সংঘর্ষ বিরতির পর, যেমন হাইগেং চুক্তি ভেঙে যাওয়ার পর, চীন মনোনীত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সংযোগ পুনরুদ্ধার করেছে। এর ফলে, মিয়ানমারের জাতীয় গণতান্ত্রিক মৈত্রী বাহিনী -এর মত গোষ্ঠীসমূহ তাদের সামরিক অভিযান আরও ত্বরান্বিত করেছে, যা ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করেছে।

এছাড়াও, ২০২৫ সালের মিয়ানমারের ভূমিকম্পে চীন ১৪ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পাঠিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক সাহায্যের মধ্যে সবচেয়ে বড়। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে, এটি চীনের মিয়ানমারের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতাকে গভীরতর করেছে এবং ভারতের সীমান্তের কাছে চীনের প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করেছে।

গান্ধী গ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুষ্কৃতীর তান্ডব, আক্রান্ত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: গতকাল গভীর রাতে গান্ধী গ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায়। আর এই তান্ডবে শারীরিক হেনস্থার শিকার হয়েছেন এক মহিলা। এই মর্মে মহিলার পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল গভীররাতে গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আচমকা দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। আর দুষ্কৃতিকারীদের এই আক্রমণে রোগী এবং রোগীর পরিজনদের মধ্যে শুরু হয় দৌঁড়ঝাপ। জানা গেছে দুষ্কৃতিকারীরা গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসারত এক রোগীর পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক পেটায়। এছাড়াও এই ঘটনায় শারীরিক হেনস্থার শিকার হয়েছেন এক মহিলা। এই মর্মে মহিলার পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আশপাশ এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ করল টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে যারা বিজয়ী হয়েছিল তাদের মধ্যে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরস্কার তুলে দিল টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ান। মঙ্গলবার টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়েছে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বীরবন্ধু প্রাইমারি স্কুলের শিশুরা নাচ,গান ও যোগার মত বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।ওই সমস্ত ইভেন্ট গুলিতে যে সমস্ত শিশুরা বিজয়ী হয়েছিল মঙ্গলবার ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট ভানুপদ চক্রবর্তী,মেধা অন্বেষার রাজ্যের কনভেনার মনোজ রায় ও রাজ্য কমিটির সদস্য লিপিকা ব্যানার্জীর হাত ধরে মোট ২৬ জন শিশুর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প ১৪টি দেশের উপর ২৫-৪০% ট্যারিফ আরোপের হুঁশিয়ারি দিলেন: বাণিজ্যিক উত্তেজনা বাড়ানোর আশঙ্কা

ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই — যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার এক নতুন বাণিজ্যিক পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন, যার ফলে ১৪টি দেশের উপর বড় আকারে নতুন শুল্ক (টারিফ) আরোপ করা হবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি তার বাণিজ্যিক চাপ আরও বৃদ্ধি করছেন এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ানোর দিকে বাধ্য করার চেষ্টা করছেন।

এতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে পারে এশীয় দেশগুলো, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনেক দেশ এখনও চাপ অনুভব করছে। ১ আগস্ট থেকে ২৫% থেকে ৪০% পর্যন্ত এই ট্যারিফের হার নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং ট্রাম্প প্রশাসন এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ়তা দেখাচ্ছে। যদি এই দেশগুলো মার্কিন পণ্যের জন্য বাজার খুলে না দেয় কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে আরও বেশি পণ্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি না করে, তবে এই ট্যারিফের হার আরও বাড়ানো হতে পারে।

ট্রাম্পের ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শক্তি যেমন --- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, কাজাখস্তান, তিউনিসিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, সার্বিয়া, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ইন্দোনেশিয়া, লাওস এবং মিয়ানমার।

এই দেশগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই এখন পর্যন্ত ১০% ট্যারিফের আওতায় ছিল, যা ট্রাম্পের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী ২৫%-৪০% এ বৃদ্ধি পাবে। বিশেষত লাওস এবং মিয়ানমার দুটি দেশই ৪০% শুল্কের আওতায় পড়বে, যা এসব দেশের জন্য মারাত্মক আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

ট্রাম্প এসব দেশগুলোর শীর্ষ নেতাদের কাছে একাধিক চিঠি পাঠিয়েছেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য প্রস্তুত, তবে "এটি কেবলমাত্র আরো সুষম এবং ন্যায্য বাণিজ্য" ভিত্তিতে হবে। ট্রাম্প তার চিঠিতে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'যদি আপনার দেশ মার্কিন পণ্যের বাজার খুলে দেয়, আপনার শুল্ক ও বাণিজ্যিক বাধা অপসারণ করে, তাহলে আমরা ট্যারিফ হ্রাসের ব্যাপারে পুনঃবিবেচনা করতে পারি।'

তবে, তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি এই দেশগুলো পাল্টা শুল্ক আরোপ করে বা কোনো বাণিজ্যিক শর্ত ভঙ্গ করে, তাহলে আরও কঠোর ট্যারিফ আরোপ করা হবে। 'যতদিন পর্যন্ত এই দেশগুলো তাদের বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন না করবে, ততদিন আমাদের সম্পর্কের প্রতি এই ট্যারিফগুলির প্রভাব অব্যাহত থাকবে,' ট্রাম্প চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

এ ঘোষণা শেয়ারবাজারে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মার্কিন স্টক মার্কেটের প্রধান সূচক এসএন্ডপি ৫০০ ০.৮% কমে গেছে এবং নাসডাক সূচক ০.৯% পতিত হয়েছে। তবে এশিয়ার বাজারগুলো, বিশেষত হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের শেয়ারবাজার, এই ট্যারিফ সংকটকে কিছুটা উপেক্ষা করেছে এবং সূচকগুলো সামান্য ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে।

এশীয় বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এই বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে অনেক ছোট দেশের জন্য অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়বে। বিশেষত, ছোট বাজারসম্পন্ন দেশগুলো, যাদের কাছে বাণিজ্যিক সমঝোতার শক্তি কম, তারা এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তাই তারা বাধ্য হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করতে চলেছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা এই সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও আলোচনা চালিয়ে যাবে যাতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুসম্পন্ন করা যায়। দক্ষিণ কোরিয়া এবং মালয়েশিয়া তাদের সরকারের তরফ থেকে একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছে, তারা ১ আগস্টের আগেই একটি উপকারী সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য তৎপর থাকবে।

মালয়েশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি 'ব্যালান্সড, পারস্পরিক উপকারী এবং সামগ্রিক বাণিজ্য চুক্তি' করতে আগ্রহী।

এদিকে, অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, এই পদক্ষেপের পরবর্তীকালে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় এক দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা আসতে পারে। সিংগাপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের পরিচালক লরেন্স লো বলেন, 'এশীয় দেশগুলো, বিশেষত অল্প শক্তিশালী দেশগুলো, এককভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হবে। তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ সম্ভব নয়।'

এছাড়া, কুয়ালালামপুরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কৌশল ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইনস্টিটিউটের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক পরিচালক ক্যালভিন চেং বলেন, 'আমার মতে, এই ট্যারিফগুলো এখন আর সিঙ্গেল ডিজিটে হ্রাস পাবে না। এসব ট্যারিফ বহাল থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও কঠোর হতে পারে।'

এখন পর্যন্ত, চীন, ভিয়েতনাম এবং যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্য কোনো দেশ ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্যিক উত্তেজনা কমানোর জন্য চুক্তি করেনি। তবে, মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট আশ্বস্ত করেছেন যে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে সমঝোতার ঘোষণা আসতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ট্যারিফের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আরও তীব্র হতে পারে এবং এতে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তবে, যেকোনো ধরনের শান্তিপূর্ণ সমঝোতা ছাড়া, এই বাণিজ্যিক উত্তেজনা কমবে না।

রাজ্যজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি মহড়া উপলক্ষে তেলিয়ামুড়ায় প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জুলাই: আগামীকাল রাজ্যজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি মহড়া অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক তৎপরতার দৃশ্য উঠে আসে। রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, ২০২৪ সালের আগস্টে রাজ্যে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে এই মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রশাসন যেন আরও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।

এই দিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার ও আরডি দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিকের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তিনটি দপ্তর পরিদর্শন করে আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় অংশ নেন এবং বিভিন্ন অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী বলেন, 'জনস্বার্থে অসমাপ্ত প্রকল্পগুলিকে দ্রুত সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।'

বৈঠকে তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর ও দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গোপাল দাসও উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসন ও সরকারের এই সমন্বিত প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো।

রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরি, গৃহবধূকে ছুরিকাহত করে ঘরে লুটপাট চোরের

আগরতলা, ৮ জুন: রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হল আগরতলার চন্দ্রপুর ইছামোয়া এলাকায়। একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে বাড়ির গৃহবধূকে ছুরিকাহত করে ঘরে লুটপাট চালায় চোরের দল। ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে আগরতলা চন্দ্রপুর ইছামোয়া এলাকার বাসিন্দা মলিনা ঘোষ জানান, গতকাল রাতে প্রতিদিনের মতো উনি এবং উনার স্বামী বাড়ির অপর একটি ঘরে ঘুমোতে যান। বাড়ির নতুন ঘরে ওনার পুত্রবধূ একা ঘুমিয়ে ছিলেন। ওনার দুই ছেলে খারচি পুজোয় বেড়াতে গিয়েছিল। তাদের বাড়িতে আসতে দেরি হবে জেনে উনার পুত্রবধূ ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে রাত প্রায় একটা নাগাদ দরজায় আওয়াজ হলে উনার পুত্রবধূ ভাবেন, যে তার স্বামী এসেছে। এই ভেবে দরজা খুলতেই মুখ বাঁধা অবস্থায় দুই চোর ঘরে প্রবেশ করে গৃহবধূকে আজকে ঘরে যা আছে সব বার করে দিতে হবে। তাদের হাতে ধারালো ছুরি ছিল, সেই ছুরি দিয়েই গৃহবধুর দুই হাতে আঘাত করে চোরের দল।

মলিনা ঘোষ জানিয়েছেন, তারা কিছুদিন আগে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাই তাদের বাড়ির সব স্বর্ণালংকার উনার গৃহবধূর বাপের বাড়িতে ছিল। বাড়িতে তেমন কিছু ছিল না। তাই চোরেরা ঘরে প্রবেশ করে সব আলমারি লণ্ডভণ্ড করলেও তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। ঘরের আলমারিতে ছোট ছোট কিছু স্বর্ণলঙ্কার ছিল, সেগুলি নিয়েই ১০ মিনিটের মধ্যে চম্পট দেয় চোরের দল। ঘটনার বিবরণ দিয়ে ইতিমধ্যে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। তবে শহরতলী এলাকায় এ ধরনের ঘটনা গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

বেটি বাঁচাও- বেটি পড়াও" ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কুমারঘাটের একলব্য ইংরেজি মিডিয়াম বিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৮ জুলাই: "বেটি বাঁচাও- বেটি পড়াও" ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার কুমারঘাটের একলব্য ইংরেজি মিডিয়াম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের মহতী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মেয়েদের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি অন্যতম। মেয়েরা যেন কারো উপরে বোঝা না হয় সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। এছাড়াও নারী স্বশক্তি করনের জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে গোটা দেশে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিধায়ক।

এসডিজি ইনডেক্স ২০২৩-২৪"—এ ত্রিপুরার ৩টি জেলা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে

আগরতলা, ৮ জুলাই : এসডিজি ইনডেক্স ২০২৩-২৪"—এ ত্রিপুরার ৩টি জেলা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, এসডিজি ইনডেক্স ২০২৩-২৪"—এ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলোর মধ্যে ত্রিপুরার ৩টি জেলা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নীতি আয়োগের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী গোমতী, পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলা যথাক্রমে তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম স্থানে অবস্থান করে সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাছাড়া, রাজ্যের সবকটি জেলা "ফ্রট রানার" শ্রেণিতে স্থান পাওয়ায় বিশ্লেষকরা আশাবাদী যে, ত্রিপুরা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হবে।

ঊনকোটি জেলার তহশিল কাছারিগুলিতে ই-অফিস ব্যবস্থাপনা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: ঊনকোটি জেলায় সবগুলি তহশিল কাছারিতে গতকাল থেকে ই-অফিস ব্যবস্থাপনা চালু হয়েছে। রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে গতকাল বিকেলে কৈলাসহর জেলাশাসক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার ১২টি তহশিল কাছারির জন্য ই-অফিস ব্যবস্থাপনা ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং সহ মহকুমা শাসক ও বিডিওগণ। এই উপলক্ষ্যে ঊনকোটি জেলায় ভারত সরকারের স্বচ্ছতা অভিযানের রূপায়ণ ও অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। পরে এক সাক্ষাৎকারে রাজস্ব সচিব শ্রী পান্ডে বলেন, রাজস্ব বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয় হচ্ছে তহশিল। এখানে ই-অফিস ব্যবস্থাপনা চালু হওয়ার কারণে সরকারি কাজে আরও গতি আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রেসক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি জোর কদমে। খেলোয়াড় নির্বাচন ঘিরে নিলাম ডাকার পর্বে প্রেসক্লাবে আজ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছিল। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামী ১৩ জুলাই, রবিবার সাংবাদিক সদস্য খেলোয়াড়দের মধ্যে এক দিবসীয় এপিএল অর্থাৎ আগরতলা প্রেসক্লাব প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে চারটি পৃথক পৃথক দল গঠন করা হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে অভিনব লটারির মাধ্যমে খেলোয়াড় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত চারটি দল এইরূপ। আগরতলা প্রেসক্লাব প্যানথার্স: সন্তোষ গোপ (অধিনায়ক), প্রণব শীল (গোলরক্ষক), রবীন কলই, মেঘধন দেব, বিষ্ণুপদ বণিক, অরিন্দম চক্রবর্তী, অঞ্জন দেব, অনির্বাণ দেব, অর্পণ দেব, বিশ্বজিৎ দে, ভাস্কর দাস, প্রণব সরকার (কোচ), শেষাদ্রি দাশগুপ্তা (ম্যানেজার)।

আগরতলা প্রেসক্লাব লায়ন্স: প্রসেনজিৎ সাহা (অধিনায়ক) সুপ্রভাত দেবনাথ (গোলরক্ষক), কিংকর শীল, জাকির হোসেন, দিব্যেন্দু দে, সুব্রত দেবনাথ, দেবাশীষ বোস, প্রশান্ত দে, সুজিত আচার্য, রাজেশ রায়, প্রশান্ত দেবরায়, কমল চৌধুরী (কোচ), চিত্রা রায় (ম্যানেজার)। আগরতলা প্রেসক্লাব ফাইটার্স: সুমন ঘোষ (অধিনায়ক), সুমন সাহা (গোলরক্ষক), সুমিত সিংহ, অভিজিৎ মজুমদার, অভিষেক দেববর্মা, সুব্রত দেবনাথ-টিভি, প্রবীর দেববর্মা, কিরিটি দত্ত, পার্থজিত দত্ত, নারায়ণ শীল, সমীর সাহা, অলক ঘোষ (কোচ), স্বরূপা নাহা (ম্যানেজার)। আগরতলা প্রেসক্লাব ওয়ারিয়র্স: মিল্টন ধর (অধিনায়ক), স্বপন মিয়া (গোলরক্ষক), অমিত দেববর্মা, শুভঙ্কর দাস, কৃষানু দেববর্মা, অনিমেষ শর্মা, রাজেশ কর, শান্তনু বনিক, সিষাণ চক্রবর্তী, পার্থ সারথি দেব, অভিষেক দে, রমাকান্ত দে (কোচ), চন্দ্রিমা সিরকার (ম্যানেজার)।

আজ, মঙ্গলবার দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত খেলোয়াড় বাছাই পর্বে প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, কনভেনর অভিষেক দে সহ প্রেসক্লাবের পরিচালন কমিটি এবং স্পোর্টস সাব কমিটির অধিকাংশ সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

পেনচাক সিলাট নির্বাচনী শিবির ১৩ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পূর্বোত্তর পেনচাক সিলাট প্রতিযোগিতা এ বছর অনুষ্ঠিত হবে নাগাল্যান্ডে। দু দিনব্যাপ ওই আসর শুরু হবে ১৬ জুলাই। আসরে অংশ নেবে ত্রিপুরা। রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে ১৩ জুলাই হবে নির্বাচনী শিবির। ওই দিন বিকেল চারটায় বিশালগড়ের অফিস টিলা সংলগ্ন ফেইথ ইন একশন মার্শাল আর্ট একাডেমিতে হবে নির্বাচনী শিবির। রাজ্য সংস্থার সচিব উত্তম আচার্য্য এ খবর জানান।

দুটি টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করলো কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতিতে নেমে পড়লো কল্যাণ সমিতি। মরশুমে সাফল্য কামনায় মঙ্গলবার সকালে 'বারপুজো' দিয়ে প্রস্তুতি নামলো গেলোবছর দ্বিতীয় ডিভিশনের সেরা সম্মান পেয়ে প্রথম ডিভিশনে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করা শহর দক্ষিণের ওই ক্লাবটি। এদিন সন্ধ্যায় এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলে নেন ওই ক্লাবের ফুটবলাররা। প্রস্তুতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে দলের ফাঁকফোকর গুলো দেখে নেন কোচ আবু তাহের। ইতিমধ্যে মনিপুরের সাতজন এবং মিজোরামের একজন ফুটবলার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বুধবার আরও দুই ফুটবলার যোগ দেওয়ার কথা। মণিপুরে এখন চলছে লীগ। তাই বেশ কয়েকজন ফুটবলার এই মুহূর্তে আসতে পারছেন না। ১৪ জুলাই রাখাল শিল্ড নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে কল্যাণ সমিতি খেলবে গেলবারের রানার্স রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে।

ওই ম্যাচে সম্ভবত মনিপুরের দু তিনজন ফুটবলারের সার্ভিস পাবে না কল্যাণ সমিতি। ইতিমধ্যে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মণিপুরের ধনচন্দ্র সিং, জনসন সিং, অমরজিৎ সিং, জিদান সিং, ওয়ারোকপাম, সমরজিৎ সিং এবং সনাতন সিং।

আজ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কিষান এবং বনীসন। মিজোরাম থেকে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আর এস স্টপেজ। স্থানীয় ফুটবলারদের মধ্যে দলে রয়েছেন মঙ্গল সিং, রজনীকান্ত ত্রিপুরা, রাজচন্দ্র জমাতিয়া, সুরজিৎ জমাতিয়া, ভক্তি পদ জমাতিয়া এবং সঞ্জয় জমাতিয়া। হাতে সময় কম। এই অবস্থায় গোটা দলকে কতটা এক সুতোতে বাঁধতে পারবেন কোচ তাই দেখার বিষয় এখন। তবে কোচ আবু তাহের ভালো খেলা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। ক্লাবের দল গঠনের মূল দায়িত্বে থাকা তন্ময় ধর বিশ্বাস করেন, রাজ্যের ফুটবলপ্রেমী দের ভালো খেলা উপহার দেবে আমাদের ছেলেরা। আমাদের লক্ষ্য থাকবে খেতাব জয় করা। তা মাথায় রেখে গড়া হয়েছে দল।

আশা করি ছেলেরা হতাশ করবে না। মণিপুরে লিগ শেষ হলে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন প্রেমজিৎ, রোহিত এবং সুরজ সিং।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ৫৪তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিনভর বৃষ্টিতে কিছুটা ছন্দপতন ঘটলেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপণের মধ্য দিয়ে রাজ্যভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে।

বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দেবভক্তি জমাতিয়া মেমোরিয়াল সিন্থেটিক ট্র্যাকে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত ৫৪ তম রাজ্যভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার অন্তিম দিনে আজ, মঙ্গলবার বেশ ক-টি ইভেন্টের ফাইনাল ও চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে ৫০০০ মিটার দৌড়ে পুলিশ বিভাগের বিশ্বজিৎ শুক্ল দাস, পশ্চিম ত্রিপুরার মোবারক হোসেন এবং খোয়াইয়ের বিজয় ওড়াঙ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়ে সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরার অন্তরা ঘোষ, ঊনকোটির অনাদ্রিতা চৌধুরী ও অর্পিতা সরকার, ৮০ মিটার হার্ডলসে ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুলের নন্দনী ত্রিপুরা, সুস্মিতা দাস ও উত্তর ত্রিপুরার সুপর্ণা সাংমা, ১১০ মিটার হার্ডলসে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের হরিমোহন ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরার দেবাশীষ সাহা, অর্জুন শর্মা, ১০০ মিটার হার্ডেলসে ত্রিপুরা স্কুলের স্মৃতি দাস, পশ্চিম ত্রিপুরার রিয়া দেবনাথ, ৮০ মিটার হার্ডেলসে হারছে অর্ঘ্য জিৎ নাথ ধলাইয়ের সঞ্জীব দেবনাথ ২০০ মিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরার রাহুল সাহা রত্নদ্বীপ ভৌমিক সিপাহী জেলার শরীফ আহমেদ ২০০ লিটার মহিলা বিভাগে সিপাহী জেলার ফাতেমা বেগম পশ্চিম ত্রিপুরার দ্বীপ শিখা সূত্রধর ও পূরবী দাস ২০০ মিটার বালকদের বিভাগে পশ্চিম ত্রিপুরার শুভঙ্কর দাস, দীপ দাস, কোনাল মল্ল বালিকা বিভাগে পশ্চিম ত্রিপুরার অনিকেত শীল, কুশ কুমার দত্ত, ঊনকোটির গৌরব দেবনাথ ৩ হাজার মিটার দৌড়ে পশ্চিমর ত্রিপুরার লক্ষী রানী ত্রিপুরা ঊনকোটির নিসাম এলাকার দক্ষিণ ত্রিপুরার কাজলি সরকার যথাক্রমে স্বর্ণ-রূপ ও গুরুত্ব পদক্ষেপ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার হয় অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্য ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায়, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, সদস্যা মনিকা দাস দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন

রাজ্য মহিলা ক্রিকেটের আসর ঋজুর নেতৃত্বে সদর দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর মহকুমাকে নেতৃত্ব দেবেন ঋজু সাহা। ডেপুটি হিসেবে থাকবেন মৌচৈতি দেবনাথ। রাজ্য সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে। ১০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য আসর। আসরের উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামছে সদর মহকুমা। প্রতিপক্ষ খোয়াই মহকুমা। ১০ জুলাই এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। এবছর সদর মহকুমাকে রাখা হয়েছে "এ " গ্রুপে। ওই গ্রুপে সদর শহর রয়েছে বিশালগড়, খোয়াই এবং মোহনপুর মহকুমা। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ১৫ সদস্যের শক্তিশালী দল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত দলে রয়েছেন ঋজু সাহা, মৌচৈতি দেবনাথ, সুলক্ষণা রায়, নিকিতা দেবনাথ, মৌটুসী দে, প্রিয়াঙ্কা আচার্য্য, তানিশা দাস, মামন রবি দাস, সায়ন্তিকা নম দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, অন্বেষা দাস, অন্নপূর্ণা দাস, অস্মিতা দেবনাথ, অনুভা পাল এবং লক্ষী দেবনাথ। দলের কোচ কাম প্লেয়ার হিসেবে থাকবেন অন্নপূর্ণা দাস। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের বুধবার বিকেল তিনটায় এম বি বি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করার জন্য রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুব্রত দে অনুরোধ করেছেন।

মেসিকে সৌদি আরবের হাতছানি

লিওনেল মেসিকে নিয়ে গুঞ্জন চলছে বেশ আগে থেকেই। অনেক রকম কথাই হচ্ছে। ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লে'কিপ' এর মধ্যে দিল নতুন খবর।

আগে গুঞ্জনটা ভেঙে বলা যাক। ইএসপিএন আর্জেন্টিনার সাংবাদিক এস্তেবান এদুল এর আগে জানিয়েছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরের পর যখন ইন্টার মায়ামির সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হবে, তখন তিনি সম্ভবত ইউরোপের কোনো লিগে ফিরতে পারেন, সেটা হতে পারে স্পেনেই, তাঁর পুরোনো ক্লাব বার্সেলোনায়। কারণ? ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার আগে ইউরোপের কোনো ক্লাবে নিজেকে শাণিয়ে নিতে চান মেসিতখন এই যুক্তি দিয়েছিলেন এদুল।

কিন্তু মেসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকা স্প্যানিশ সাংবাদিক গিয়েম বালাগ জানিয়েছেন, মেসির ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার নিশ্চয়তা নেই। তাই বিশ্বকাপের আগে মেসি কোথায় খেলবেন, ইন্টার মায়ামি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন কি না, সেটার নিশ্চয়তা নেই। এসব নিয়ে মেসি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। আর বিবিসি জানিয়েছিল, মেসি মায়ামির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে রাজি ও দুই পক্ষের আলোচনা ভালোভাবেই এগোচ্ছে।

লে'কিপ এসব গুঞ্জনের আগুনে নতুন ঘি ঢেলেছেসৌদি আরব নাকি মেসিকে তাদের ফুটবলে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেসির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে দেশটির প্রো লিগের ক্লাব আল আহলির। ৩৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির সঙ্গে চুক্তি করতে 'যা যা করার দরকার সবই করবে' এই সৌদি ক্লাবটির বোর্ডএমন খবরই জানিয়েছে লে'কিপ।

কয়েক সপ্তাহ ধরে নাকি মেসির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা চলছে আল আহলির। সৌদি অফিশিয়ালরা মেসিকে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি থেকে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো চেষ্টা চালানো হচ্ছে মেসিকে নিয়ে যাওয়ার। ২০২৩ সালে মেসি পিএসজি ছাড়ার পর তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সৌদির ঘরোয়া ফুটবল থেকে। কিন্তু বার্সেলোনা কিংবদন্তি তখন ইন্টার মায়ামিকে বেছে নেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির সঙ্গে ডিসেম্বরে মেসির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। এখনো নতুন চুক্তির বিষয়ে অফিশিয়ালি কিছু শোনা যায়নি। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর দুটি ট্রফি জিতলেও এখন পর্যন্ত মেসি ক্লাবটির হয়ে বড় কোনো শিরোপা জিততে পারেননি।

শিরোপা জয় বিচারে আল আহলি সৌদির তৃতীয় সর্বোচ্চ সফল ক্লাব। ৫২টি ট্রফি জেতা এই ক্লাব গত মৌসুমে জিতেছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ। ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক খেলোয়াড় রিয়াদ মাহরেজ, লিভারপুলের সাবেক ফরোয়ার্ড রবার্তো ফিরমিনো আছেন আল আহলিতে। জেদ্দার এই ক্লাবটির মালিক সৌদি আরবের সরকারি তহবিল সংস্থা পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ)।

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেটের ফাইনালে আজ সদর-বিশালগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের মহারণ আজ। খেতাবি দখলের লড়াইয়ে শক্তিশালী সদর মহকুমা মুখোমুখি হবে বিশালগড় মহকুমার বিরুদ্ধে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। আসরের এখন পর্যন্ত অপরাজেয় নিরুপম সেনের সদর মহকুমা। অপরদিকে আসরের শুরুতেই উদয়পুর মহকুমার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল বিশালগড় মহকুমা। পরের ম্যাচগুলো জয় পেয়ে ফাইনালে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করে নেয় বিশালগড়। ফাইনাল ম্যাচের আগে দু-দলের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিল মুষলধারে বৃষ্টি। মঙ্গলবার ভোর রাত থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। যা প্রায় সারাদিন ধরেই চলে।

ওই অবস্থায় আজ কতটুকু খেলা হবে তা নিয়ে রয়েছে সন্দেহ। তারপরও ২ শিবির রাজ্য সেরা হওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। দুরন্ত ফর্মে থাকা সদরের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কতটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন অমিত আলী-রা তা এখন দেখার। সেমিফাইনালে বিশালগড়ের অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাস ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে জয় এনে দিয়েছিলেন মহকুমাকে। তাই সদরকে সেরা হতে হলে দ্রুত ফেরাতে হবে বিক্রমকে। অপরদিকে সদরে চার ব্যাটসম্যান সেমিফাইনালে অর্ধশতরান করে নিজেদের মনোবল বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি বল হাতে বিধ্বংসী ছিলেন ভিকি সাহা। বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্য ক্রিকেটে দাপট দেখানো উদয়পুর মহকুমার ক্রিকেটারদের কার্যত বোতল বন্দি করে ফেলেছিলেন একা ভিকি। তুলে নিয়েছিলেন বিপক্ষের ছয়টি উইকেট। ফলে ফাইনালে ২২ গজের লড়াই হবে জমজমাট এমনই আশা করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। বৃষ্টির জন্য আজ যদি খেলা না হয় তাহলে বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ডে তে হবে ম্যাচটি।

দীপের ইনসুইঙ্গারে জব্দ রুট, সিরিজের সেরা বল বললেন শচীন

সবে মাত্র সিরিজের দুটি ম্যাচ হয়েছে। প্রথম ম্যাচে হেরেও কামব্যাক করেছে টিম ইন্ডিয়া। যার নেপথ্যে বাংলার আকাশ দীপের দুরন্ত বোলিং। এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি তুলে নিয়েছিলেন ৬টি উইকেট। তার আগে প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। যার মধ্যে থেকে শচীন বেছে নিলেন সিরিজের সেরা উইকেটটি।

দ্বিতীয় ইনিংসে আকাশ দীপের বলে মাত্র ৬ রানে আউট হন জো রুট। ওই সময় ইংরেজ ব্যাটারকে আউট করা ভারতের জয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আকাশ দীপের অনবদ্য এক ইনসুইংয়ে ছিটকে যায় রুটের উইকেট। শচীনের মতে সেটাই সিরিজের সেরা বল। কিংবদন্তি ক্রিকেটার লিখেছেন, 'আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে যে, বোলাররা কীভাবে লেংথ মেনে বল করল। আকাশ দীপ যে অসাধারণ বোলার, সেটা আর বলার দরকার নেই। আমার মতে, রুটকে ওর আউট করার বলটা সিরিজের সেরা বল।' এর সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজার বলে মহম্মদ সিরাজ জস টংয়ের যে ক্যাচটা নিয়েছেন, সেটার প্রশংসা করে শচীন লিখেছেন, 'মহম্মদ জন্টি সিরাজের ক্যাচটা দেখেও খুব আনন্দ পেয়েছি।'

তবে আকাশ দীপের ওই ক্যাচটা নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। এই আউটের পর শুরু হয় 'নো বল বিতর্ক'। অনেকের বক্তব্য, আকাশ দীপের পিছনের পা প্রায় ২ ইঞ্চির মতো ক্রিজের বাইরে ছিল। অর্থাৎ আকাশের সামনের পা পপিং ক্রিজের ভিতর থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল,

হারের পরেই ইংল্যান্ড দলে বিরাট বদলের ইঙ্গিত

এজবাস্টনে ভারতের কাছে ৩৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাস্ত হতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০১৪ রানের পাহাড় গড়েছে শুভমানের টিম ইন্ডিয়া। কোনও ইংরেজ বোলারই সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। ১০ তারিখ লর্ডসে শুরু তৃতীয় টেস্ট। তার আগে বোলারদের এহেন পারফরম্যান্স কার্যত চিন্তায় রেখেছে ইংরেজ অধিনায়ককে। তৃতীয় টেস্টের আগে তাই নড়েচড়ে বসেছে ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট।

তারা দলে নিয়েছে আরও এক পেসারকে। এমনকী টেস্ট হারে ইংল্যান্ড দলে বিরাট বদলের ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে।

দ্বিতীয় টেস্টের আগে তারা দলে নিয়েছিল জফ্রা আর্চারকে। এবার তৃতীয় টেস্টের আগে ইংল্যান্ড দলে নেওয়া হল হয়েছে গাস অ্যাটকিনসনকে। শেষ বার তিনি খেলেছিলেন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চলতি বছর মে মাসে। ওই ম্যাচেই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কবলে পড়েন তিনি। সেই কারণেই ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টে খেলতে পারেননি।

অন্যদিকে, আর্চারকে দলে নেওয়া হলেও দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে ছিলেন না তিনি। তৃতীয় টেস্টে কি খেলবেন আর্চার? স্টোকস বলছেন, "এখনও সেই সিদ্ধান্তে আসিনি। ওকে দ্বিতীয় টেস্টের আগে নেওয়া হয়েছিল কারণ যাতে ও নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়। তবে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার অনেকটাই সুযোগ পেয়েছে ও। তাই লর্ডসে নামার আগে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কারা খেলবে।"

সূত্রের খবর, লর্ডসে জোড়া পরিবর্তন হতে পারে ইংল্যান্ড দলে। দ্বিতীয় টেস্টে জশ টং এবং ক্রিস ওকসকে তেমন একটা ছন্দে পাওয়া যায়নি। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এই দুই পেসারের জায়গায় প্রথম এগারোয় ফিরতে পারেন আর্চার এবং অ্যাটকিনসন।

অঘটন হতে দিলেন না জোকোভিচ

এ বারের উইম্বলডন অঘটনের। প্রতিযোগিতা শুরুর পর থেকে প্রায় প্রতি দিনই কোনও না কোনও বাছাই খেলোয়াড় ছিটকে গিয়েছেন। সোমবার হয়তো আরও একটি অঘটন ঘটতে পারত। হতে দিলেন না নোভাক জোকোভিচ। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আলেক্স ডি মিনাউরের বিরুদ্ধে প্রথম সেটে উড়ে গিয়েও পরের তিনটি সেটে প্রত্যাবর্তন করলেন সার্বিয়ার খেলোয়াড়। জিতলেন ১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে। এই নিয়ে ১৬ বার উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নামবেন তিনি। তিন ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ম্যাচ জিতেছেন জোকোভিচ।গত বছর কোয়ার্টার ফাইনালে জোকোভিচের বিরুদ্ধে খেলার কথা ছিল আলেক্সের। কিন্তু চোটের কারণে সেই ম্যাচ থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন। এ বার এক রাউন্ড আগে জোকোভিচকে সামনে পেয়েছিলেন। প্রথম সেটের ফলাফল দেখে মনে হচ্ছিল আরও একটা অঘটন দেখতে চলেছে উইম্বলডনের সেন্টার কোর্ট। তবে জোকোভিচ বুঝিয়ে দিলেন, বুড়ো হাড়ে এখনও জোর রয়েছে। আলেক্সের স্বপ্ন সফল হতে দিলেন না। চতুর্থ সেটে ১-৪ গেমে পিছিয়ে থেকেও যে ভাবে টানা পাঁচটি গেম জিতলেন, সেটাই জোকোভিচের ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ দিয়েছে। গ্যালারিতে তারিয়ে তারিয়ে সেই খেলা উপভোগ করলেন আট বারের বিজয়ী রজার ফেডেরার। তাঁর রেকর্ডই এ বার ছোঁয়ার লক্ষ্যে নেমেছেন জোকোভিচ। শুধু ফেডেরারই নন, এ দিন উইম্বলডনের গ্যালারিতে ছিলেন বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা, ব্রায়ান লারা, জেমস অ্যান্ডারসন, জো রুটেরা।

চতুর্থ রাউন্ডে ওঠার পথে মাত্র একটি সেট খুইয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার আলেক্স। বোঝাই যাচ্ছিল জোকোভিচের গাঁট হতে পারেন। ২৬ বছরের খেলোয়াড় প্রথম সেটে জোকোভিচকে দাঁড় করিয়ে জিতলেন। তবে দ্বিতীয় সেটে ৪-৫ পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও ব্রেক পয়েন্ট কাজে লাগাতে পারলেন না। তার থেকেও অবাক করা ব্যাপার দেখা গেল চতুর্থ সেটে। ৪-১ এগিয়ে গিয়েছিলেন আলেক্স। সেখান থেকে বিপক্ষকে দু'বার ব্রেক করে এবং নিজের সার্ভিস ধরে রেখে টানা পাঁচটি গেম জিতে ম্যাচ পকেটে পুরলেন জোকোভিচ। এই নিয়ে উইম্বলডনে ১০১টি ম্যাচ জিতলেন জোকোভিচ। সামনে শুধু ফেডেরার। তবে এ বার ট্রফি জিতলেও ফেডেরারকে ছোঁয়া বা পেরনো হবে না জোকোভিচের। ফাইনাল নিয়ে তাঁর হাতে পড়ে মাত্র তিনটি ম্যাচ। তিনটি জিতলেও ১০৪-এ আটকে যাবেন। কোয়ার্টার ফাইনালে জোকোভিচের সামনে ইটালির ফ্লাভিয়ো কোবোল্লি, যিনি এ দিন মারিন সিলিচকে হারিয়েছেন ৬-৪, ৬-৪, ৬-৭, ৭-৬ গেমে। ম্যাচের পর স্বাভাবিক ভাবেই জোকোভিচের চোখেমুখে বিস্ময়। বললেন, "এখনও বুঝে উঠতে পারছি না কোর্টে এত ক্ষণ ধরে ঠিক কী হল। শুরুটা সত্যিই খুব ভাল হয়নি।

আইসিসিতে দাপট বাড়ল ভারতীয়দের

জয় শাহর পর এবার সংযোগ গুপ্তা। ফের আইসিসির উচ্চপদে বসলেন এক ভারতীয়। সোমবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে জানানো হয়, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন সংযোগ। এই নিয়ে সপ্তম সিইও পেল আইসিসি। সংযোগকে স্বাগত জানিয়েছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ।

বর্তমানে জিওস্টারের স্পোর্টস অ্যান্ড লাইভ বিভাগের সিইও হিসাবে কর্মরত সংযোগ। তাঁকেই আইসিসির পরবর্তী সিইও হিসাবে বেছে নিয়েছে আইসিসির নমিনেশন কমিটি। পাঁচ সদস্যের প্রত্যেকেই সম্মতি দিয়েছেন সংযোগের নিয়োগে। উল্লেখ্য, ২৫ দেশ থেকে আড়াই হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছিল সিইও পদের জন্য। শেষ পর্যন্ত সিইও নিযুক্ত হয়ে আপ্লুত সংযোগ। তাঁর মতে, আগামী দিনে ক্রিকেটকে ভক্তদের আরও কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করবেন তিনি। উল্লেখ্য, আইসিসির নিরিখে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সূচি তৈরি, বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সমন্বয়, আইসিসির সম্প্রচার স্বত্ব, সবটাই দেখতে হয় চিফ এক্সিকিউটিভকে। তাছাড়া আইসিসির সদস্য দেশগুলির মধ্যে সমন্বয়ের কাজটাও চিফ এক্সিকিউটিভই করে থাকেন। এ হেন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছেন সংযোগ। এতদিন আইসিসির চিফ এক্সিকিউটিভ পদে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জিওফ অ্যালার্ডিস। তাঁর কার্যকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে দায়িত্ব নিয়ে একাধিক চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে তাঁকে। ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে আর হয়তো আইসিসি টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে চাইবে না টিম ইন্ডিয়া। সেক্ষেত্রে ধাক্কা খাবে সম্প্রচারকারীদের থেকে প্রাপ্ত আয়। আবার সূচি তৈরিও কঠিন হবে। এদিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলির চাপে সংকুচিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিসর। সেটাও নজর রাখতে হবে তাঁকে। সবমিলিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যেই সোমবার থেকে আইসিসি সিইও হিসাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন সংযোগ। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ক্রীড়া সম্প্রচারের জগতে সংযোগ গুপ্তা বেশ পরিচিত নাম। এতদিন তিনি কাজ করছেন জিও হটস্টারের 'হেড অফ লাইভ স্পোর্টস' হিসাবে।

দু"শো রানের লক্ষ্য ছিল

উরস্টার: গত ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল রেকর্ড গড়া শতরান। মাত্র ৫২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিল বৈভব সূর্যবংশী। তারপরেই জানিয়েছিলেন পরের ম্যাচে দ্বিশতরান করতে চায় সে। শেষমেশ ইংল্যান্ডের অনূর্ধ ১৯ দলের বিরুদ্ধে সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে কত রান করল বৈভব?

এদিন ভারতীয় দলের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করে বৈভব সূর্যবংশী। তার ব্যাট থেকে অবশ্য ডাবল সেঞ্চুরি আসেনি। ভারতীয় দলই কোনওক্রমে দু"শো রানের গণ্ডি পার করে। ভারতীয় অনূর্ধ ১৯ দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার দিনে বৈভবের ব্যাট থেকে ৪২ বলে ৩৩ রানের ইনিংস আসে। এই ইনিংসে তার স্বভাবচিত গুচ্ছ বড় শট ছিল না, তবে বেশ খানিকটা পরিপক্কতা দেখায় বাঁ-হাতি ওপেনার।

অবশ্য দলগত ৬০ ও ব্যক্তিগত ৩৩ রানে তাঁর আউট হওয়ার পরেই ব্যাটিং ধস নামে। তবে আরএস অম্বরীশের ৬৬ ও কণিষ্ক চৌহানের ২৪ রানের ইনিংস শেষে কোনওক্রমে নয় উইকেটে ২১০ রান তোলে ভারত। জবাবে ইংল্যান্ডের অনূর্ধ ১৯ দল ৩২ ওভারের মধ্যেই সাত উইকেট হাতে রেখে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। এই ম্যাচে ভারতীয় দল পরাজিত হলেও, পাঁচ ম্যাচের যুব সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল ভারতীয় দল।

গত মাচে কিন্তু বৈভবের ব্যাট ঝড় তুলেছিল। উরস্টারশায়ারের নিউ রোড স্টেডিয়ামে বৈভব শনিবার ৫২ বলে সে শতরান হাঁকায়। যুব ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে এটাই দ্রুততম শতরানের রেকর্ড। বাঁ-হাতি ওপেনার শেষমেশ ৭৮ বলে ১৪৩ রানে ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরে। ভারতীয় দল তার বিধ্বংসী সেঞ্চুরি ইনিংসে ভর করেই ম্যাচ ও সিরিজ জিতে নেয়। এই মাচ শেষে সূর্যবংশী জানায় সে ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমন গিলের থেকে অনুপ্রেরণা পান।

দিনকয়েক আগেই শুভমনের দ্বিশতরানের ইনিংসের সাক্ষী ছিলেন বৈভবসহ গোটা ভারতীয় অনূর্ধ ১৯ দল। সেই মাচ গিলের দ্বিশতরানের ইনিংস তাকে অনুপ্রেরিত করে বলে জানায় ১৪ বছর বয়সি ব্যাটার। শতরান করেই সন্তুষ্ট নয়, পরেরবার দ্বিশতরানের লক্ষ্যে সে বাট করবে বলেও জানিয়ে দেয় বৈভব।

বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, "আমি ওঁর থেকে অনুপ্রেরণা পাই। ম্যাচটা তো সামনে থেকেই দেখেছিলাম আমরা। একশো বা দুইশো রান করে কিন্তু ওঁ থামেনি, দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। আমি পরবর্তী ম্যাচে ২০০ রান করার চেষ্টা করব। দেখব যাতে গোটা ৫০ ওভার বাট করতে পারি। আমি যত রান করব, আমার দলের জন্য তা ততটাই লাভদায়ক হবে। পরের ম্যাচে আমি গোটটা টিকে থাকার লক্ষ্যে খেলব।"

তবে এদিন ডাবল সেঞ্চুরি না আসলে, গোটা সিরিজে বৈভব কিন্তু নিজের ব্যাটিং দক্ষতাই সকলকে প্রভাবিতই করেছে তরুণ তুর্কি।

আজ রাজ্যে ৬০ জায়গায় বিপর্যয় মোকাবিলা মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: বন্যা এবং ভূমিধস প্রতিরোধে আগামীকাল সমগ্র রাজ্যে মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেবে। এই মহড়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে আজ ত্রিপুরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (টি.ডি.এম.এ.) সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে টেবিল টক এক্সারসাইজের আয়োজন করে। রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর এই এক্সারসাইজে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। রাজ্যে বর্ষার সময় যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে যাতে কোনও সমস্যা না হয় টেবিল টক এক্সারসাইজে সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, পূর্ত এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এই এক্সারসাইজে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সেনা, আসাম রাইফেলস, বি.এস.এফ, সি.আর.পি.এফ, এন.ডি.আর.এফ, এস.ডি.আর.এফ.-এর প্রতিনিধিগণ এবং বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক ও সমাহর্তাগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই এক্সারসাইজে যুক্ত হন। এক্সারসাইজের প্রারম্ভিক বক্তব্যে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা এই ধরনের মহড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ভুল ত্রুটি ধরে দেওয়ার জন্য নয়, প্রকৃত অর্থেই বিপর্যয় মোকাবিলার সময় যাতে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করা যায় সেই লক্ষ্যে এই ধরনের মহড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

বিপর্যয় মোকাবিলার সময় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী যে সমস্ত পদক্ষেপ নেবে তার একটা প্রস্তুতি জেলাশাসকগণ বৈঠকে তুলে ধরেন। সেনা, আধাসামরিক বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির (এন.জি.ও.) মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রধান পরামর্শদাতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সুধীর বহেল বৈঠকটি পরিচালনা করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এন.ডি.এম.এ.) পক্ষে এর সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল সৈয়দ আতা হাসনাইন নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই এক্সারসাইজে অংশ নেন। তিনি বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতিতে এই ধরনের আয়োজন করার জন্য সার্বিকভাবে ত্রিপুরা সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এই মনোভাব বজায় রেখে বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি বজায় রাখার পরামর্শ দেন। ঝুঁকি প্রশমনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১০ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আগামীকাল সমগ্র রাজ্যে প্রায় ৬০টি জায়গায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। বন্যা, ভূমিধুসের মোকাবিলা এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলি থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের সরিয়ে নেওয়ার উপর এই মহড়ায় প্রাধান্য দেওয়া হবে। টেবিল টক এক্সারসাইজে অংশ নেওয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজস্ব সচিব অযথা আতঙ্কিত না হয়ে এই মহড়া কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আক্ষরিক অর্থে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

উমাকান্ত ময়দানে মঙ্গলবার বারপূজা সংঘটিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: উমাকান্ত ময়দানে মঙ্গলবার বারপূজা সংঘটিত করেছে কল্যাণ সমিতি ক্লাব। প্রথম ডিভিশন লিগ ও রাখাল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে এই বার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত আসন্ন প্রথম ডিভিশন ও রাখাল শিল্ড ফুটবলের আগে কল্যাণ সমিতি ক্লাব বার পূজা করেছে।

আগরতলা উমাকান্ত ময়দানে এই বার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ২২ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করেছে টিম। টিমে মনিপুর ও মিজোরামের খেলোয়াড়রা রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে রাজ্যের বেশ কিছু তারকা খেলোয়াড়রা। কোচ হিসাবে রয়েছে আবু তাহের। তাদের লক্ষ্য রাখাল শিল্ড ও প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করা। সার্বিক বিষয়ে জানালেন ক্লাব সম্পাদক শ্যামল কুমার দেব।

ধলাই জেলার ১২টি স্থানে আগামীকাল বিপর্যয় মোকাবিলা মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই:রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি ধলাই জেলাতেও আগামীকাল সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজম্যান্ট অথরিটির সহযোগিতায় এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধলাই জেলার বারোটি স্থানে বন্যা এবং ভূমিধ্বস পরিস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবেলার লক্ষ্যে মহড়া অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত এলাকাগুলি হল কুলাইস্থিত জেলা হাসপাতাল, পূর্ব নালীছড়া গাঁও পঞ্চায়েত, পূর্ণজয় পাড়া, কর্মানেই পাড়া ভিলেজ, কমলপুর শহরের ধলাই নদীতীরবর্তী স্থানে, দুর্গাচৌমুহনী বাজারের গ্রামীণ এলাকা, সালেমা, লংতরাইভ্যালী মহকুমার ময়নামা বাজার এলাকা, আমতলী, গণ্ডাতুইসা মহকুমার নাইরোহা চৌধুরী পাড়া, পিছলিঘাটে অবস্থিত এস.পি.ও. ক্যাম্পে, দ্রোণহরি পাড়ায়। উক্ত মহড়ায় স্বেচ্ছাসেবক (সি.ডি., আপদামিত্র, এন.জি.ও.), এস.ডি.আর.এফ., অগ্নিনির্বাপক দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, সি.আর.পি.এফ., বি.এস.এফ., পি.ডাব্লিও.ডি., ডি. ডাব্লিও.এস., গ্রামোন্নয়ন, জলসম্পদ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তরের মোট ৪৭০ জন অংশগ্রহণ করবেন।

শহীদ অরুণ দেব-এর ৩৬ তম শহীদান দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৮ জুলাই: আজ শহীদ অরুণ দেব-এর ৩৬ তম শহীদান দিবস এবং এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে। এদিন ছাত্র যুব ভবনে প্রথমে শহীদ অরুণ দেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শহীদান দিবস পালিত হয়। পরে ছাত্র যুব ভবনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এসএফআই নেতৃত্ব বলেন, ১৯৯০ সালে আজকের দিনে শহীদ অরুণ দেব শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে এক উন্নত রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে গেছিলেন। আজকের দিনেও তাঁদের স্বপ্নকে পাথেয় করে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ১৯৯০ সালে আজকের দিনে এডিসি নির্বাচন ছিল। নির্বাচনে বামেদের হয়ে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলেন অরুণদেব। সেখানেই কংগ্রেসের নেতারা নৃশংসভাবে কুপিয়ে তাকে হত্যা করেছে। গণতন্ত্র রক্ষায় ঐদিন শহীদ হয়েছিলেন অরুণ দেব।

ভারী বৃষ্টিপাত ঃ দক্ষিণে লাল বাকী জেলায় কমলা সতর্কতা

আগরতলা, ৮ জুলাই : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভ্রূকুটি আবারও ত্রিপুরার আকাশে উঁকিঝুঁকি মারছে। ভারি বর্ষণে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় মারাত্মক প্রভাবের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অন্তত, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামীকাল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহওয়া দফতর। তার পাশাপাশি, রাজ্যের বাকি সব জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ম তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল। এদিকে, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং এর আশেপাশের এলাকায় নিম্নচাপ অঞ্চলটি আজ ০৮ জুলাই ভারতীয় সময় দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ঘূর্ণিঝড়টি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিমি উপরে বিস্তৃত। আগামী ২ দিন ধরে এটি ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর ছত্তিশগড় জুড়ে ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গড় সমুদ্রপৃষ্ঠে মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ এখন, মিরাট, লখনউ, বারাণসী, ডাল্টনগঞ্জ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং এর আশেপাশের নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল এবং সেখান থেকে পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ০.৯ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ত্রিপুরার জেলাগুলির এক বা দুটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগামীকাল পশ্চিম এবং সিপাহীজলা, গোমতী এবং খোয়াই সহ সমস্ত জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। তেমনি, আগামীকাল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা লাল সতর্কতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত আগরতলায় ৩.২ এমএম, এডিনগর ১৫.২ এমএম, লেম্বুছড়া ৮.৩ এমএম, বোধজংনগর ১০.৫ এমএম, জিরানিয়ায় ১৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ৬২ এমএম, বিশালগড়ে ২০ এমএম, গজারিয়ায় ১৮ এমএম এবং সোনামুড়া মোহনবাগে ৬৪.৪ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় ৯.৪ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ১৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। গোমতী জেলায় উদয়পুরে ৮৭ এমএম, অমরপুরে ৩৭.৩ এমএম, করবুক ২৭.২ এমএম, কাঁকড়াবনে ৮৩.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৮৫.৪ এমএম, সাব্রুমে ৭০.৪ এমএম, বাগাফা ৬৭ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৫ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৩.২ এমএম, আশাপাড়া ৮ এমএম, কদমতলায় ১৮.২ এমএম এবং নতুনবাজার ২৮.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৪.৬ এমএম এবং কৈলাসহরে ১৪.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

ধলাই জেলায় ছাওমনু ৬.৪ এমএম, গন্ডাছড়ায় ৩৯.৬ এমএম, কমলপুরে ১৫ এমএম এবং মনুঘাটে ৫.২ এমএম বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

এডিবি"র অর্থে কুমারঘাট পুর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া হবে: পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: কুমারঘাট পুর পরিষদের বর্তমান বোর্ডের সময়কালে ১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকে এবছরের জুন মাস পর্যন্ত নাগরিক পরিষেবা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এখন পর্যন্ত ১৮ কোটি ৯২ লক্ষ ১৬৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। আজ কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস তাঁর অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পুর পারিষদ হিমাংশু দাস ও ডেপুটি সিইও শুভঙ্কর সেন। উন্নয়নের কাজের মধ্যে রয়েছে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং স্ট্রাকচার নির্মাণ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, অত্যাধুনিক শৌচালয় নির্মাণ, ক্ষুদ্র পথ ব্যবসায়ীদের জন্য স্টল বসানো, রিং ওয়েল খনন, মনিষীদের মূর্তির বেস নির্মাণ, শ্মশান ঘাটের সংস্কার, স্মল বোর নির্মাণ, ড্রেনের উপর লোহার ঢাকনা তৈরী, রাস্তার পরিচিতির জন্য সাইন বোর্ড তৈরী, রাস্তার বিভিন্ন মোরে জরুরী পরিষেবার ফোন নম্বরের ডিসপ্লে বোর্ড তৈরী, স্টিল ব্রীজ নির্মাণ, বৈদ্যুতিন শ্মশান ঘাটের জায়গার উন্নয়ন, ড্রেনের উপর ঢাকনা ও ছড়ার পাড় বাধানো, সোনামুখীতে টার্শিয়ারী সেন্টার নির্মাণ, গীতাঞ্জলী অডিটোরিয়াম নির্মাণ, পাকা ড্রেইন ও রাস্তা নির্মাণের মতো কাজ। এছাড়া পুর এলাকায় বর্তমানে আনুমানিক ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৯৬ টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিন শ্মশান ঘাট নির্মাণ, ৪টি পিঙ্ক টয়লেট নির্মাণ, জলাশয়ের সংস্কার ও আশপাশ এলাকা সৌন্দর্যায়ণ ও ১টি পাকা ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে। পাশাপাশি উন্নয়নের কাজে আগামীর পরিকল্পনায় রয়েছে টার্শিয়ারি সেন্টারে কম্পোষ্ট পিট নির্মাণ, আরও পাকা রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ, কুমারঘাট রেল স্টেশন চৌমুহনী থেকে উত্তর পাবিয়াছড়ায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী লেন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ, শহর সৌন্দর্যায়ণ, কুমারঘাটের দশমীঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের সুবিধার জন্য লোহার র‍্যাম্প নির্মাণ, লাইটিং ট্রাফিক সিগনাল সিস্টেম স্থাপন, ১টি অত্যাধুনিক পাবলিক লাইব্রেরী নির্মাণ ও ৩টি ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের কাজ করা। উল্লেখিত উন্নয়ন কাজের জন্য ইতিমধ্যে ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৩৮ টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছে বলেও চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, কুমারঘাট পুর এলাকায় ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (শহর) ৫১৭ টি পরিবারে গৃহ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৩৯৫০ টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে। শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে ১৩১টি পরিবারে। পুর এলাকায় বর্তমান বোর্ডের সময়কালে এখন পর্যন্ত টুয়েপ প্রকল্পে মোট ৭৫,৩৫৭ শ্রমদিবস কাজ দেওয়া হয়েছে যা গড়ে ৭৬ দিনের কাজ হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৫ টাকা। এছাড়া পিএম অজয় প্রকল্পে ৩৭ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে প্রথম কিস্তিতে ২০ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও ৩০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। অন্যদিকে দীনদয়াল উপাধ্যায় জাতীয় শহুরী জীবিকা মিশনে ৯২টি নতুন স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৬টি স্বসহায়ক দলকে ১০ হাজার টাকা করে রিভলভিং ফান্ড দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ১১৮টি স্বসহায়ক দলকে ১ লক্ষ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পুর এলাকার ৫৬ জন বেকার যুবক যুবতীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই সময়কালে পুর এলাকার ৪১৪ জন স্ট্রিট ভেন্ডারকে ১০ হাজার, ২০ হাজার ও ৫০ হাজার টাকা করে ব্যবসার জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস কুমারঘাট পুর এলাকায় এই বিশাল উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রতি তাঁর ইতিবাচক নজর আছে বলেই এই উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন উন্নয়নের প্রকল্পগুলি পেতে তার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। তিনি আরও জানান, এডিবি"র অর্থে আগামী দিনে সকল পুরবাসীর বাড়িতে নলের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া হবে। পুরবাসীদের তিনি শহরকে সুন্দর ও নির্মল রাখতে এগিয়ে আসতেও আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় ১০টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতায় ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে বৈঠক অনুষ্ঠিত

তেলিয়ামুড়া, ৮ জুলাই: ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় ১০টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতায় আজ ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডল কার্য্যালয়ে। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঘটকে ব্যর্থ করা এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যে, এই ধরনের ধর্মঘট জনজীবনের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুরের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা।

তিনি বলেন, সিপিআইএম-এর এই ধর্মঘট শুধুমাত্র জনজীবনে ভোগান্তি ও আর্থিক ক্ষতির কারণ হবে। এই ধর্মঘটের কোনো দাবিই জনকল্যাণমুখী নয়, বরং তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি জনগণকে আহ্বান জানান যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখে এবং এই বিভ্রান্তিমূলক ধর্মঘটকে প্রত্যাখ্যান করে।

এই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, সহ-সভাপতি গোপাল দাস, প্রাক্তন খোয়াই জেলা যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সাহা, মন্ডলের অন্যান্য নেতৃত্ব, শক্তি কেন্দ্র ও বিভিন্ন বুথের কর্মকর্তা, যুব মোর্চার কর্মীবৃন্দসহ বহুজন। বৈঠকে ধর্মঘটের বিরোধিতায় যে মূল যুক্তিগুলি তুলে ধরা হয় তা হলো --- নতুন শ্রম কোডগুলি শ্রম আইনকে সহজ, স্বচ্ছ ও আধুনিক করেছে, যা বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক। পুরনো পেনশন স্কিম সরকারকে আর্থিকভাবে চাপে ফেলত, যেখানে বর্তমানের এনপিএস অনেক বেশি টেকসই এবং যৌথ সঞ্চয়নির্ভর। বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল প্রতিযোগিতা ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে পরিষেবার মানোন্নয়ন ঘটাবে। আর সর্বোপরি, ধর্মঘট ডেকে সমস্যা মেটানো যায় না, বরং তা দেশের উৎপাদন ব্যাহত করে এবং সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে ফেলে।

বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সকলে এই ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণের অঙ্গীকার করেন এবং আগামীকাল সাধারণ মানুষের পাশে থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার আশ্বাস দেন।

চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে সস্ত্রীক পূজা দিলেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ৮ জুলাই : আজ ঐতিহ্যবাহী খার্চিপুজোয় চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে গিয়েছেন সস্ত্রীক সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন তিনি। এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, ত্রিপুরার অন্যতম প্রাচীন এবং মহৎ উৎসব এই খার্চি পূজা যা শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং আমাদের সংস্কৃতির এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। জাতি জনজাতিদের মিলন উৎসব খার্চি মেলা শুধু চোখে দেখা নয়, মন দিয়ে অনুভব করার উৎসব। চতুর্দশ দেবতার আশীর্বাদে সকলের জীবন হোক আরও মঙ্গলময় ও সার্থক।

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে জনগণকে সামিল হওয়ার আহ্বান জিতেন্দ্রর

আগরতলা, ৮ জুলাই : চারটি শ্রম কোড বাতিল করা, পুরনো পেনশন স্কিম পুনর্বহাল করা, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল বাতিল করা সহ ১৭ দফা দাবির ভিত্তিতে আগামীকাল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় ১০ টি ট্রেড ইউনিয়ন। এই সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার আহবান জানিয়েছেন সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, ভারতবর্ষে একমাত্র সমস্যা শুধু কৃষকদের নয়, শ্রমিকদেরও রয়েছে। কৃষক এবং শ্রমিক একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। তাই ধর্মঘটে সুংযক্ত কিষান মোর্চাও সামিলে হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই ধর্মঘটের সর্মথনে পার্টির তরফ থেকে দেশবাসীকে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছে। ত্রিপুরাবাসীকেও পার্টির তরফ থেকে ধর্মঘটের সর্মথনে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

আইপিএফটি সিমনা বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: আইপিএফটি সিমনা বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে আজ হেজামারা কমিউনিটি হলে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে, ১২৬টি পরিবার, মোট ৩৭১ জন ভোটার আইপিএফটি পার্টিতে যোগদান করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যশুদা রানী জামাতিয়া (সভাপতি, আইডব্লিউএফটি), সুনীল দেববর্মা (বিএসি চেয়ারম্যান, হেজামারা আর.ডি. ব্লক), বুদ্ধ দেববর্মা (এজিএস, আইডব্লিউএফটি), কুশুম রিয়াং (জিএস, আইডব্লিউএফটি), রবি দেববর্মা (অফিস সেক্রেটারি, ওয়াইআইপিএফটি), রাজেন্দ্র দেববর্মা (সভাপতি, সিমনা বিভাগ), মণিমালা দেববর্মা (আইডব্লিউএফটি সিমনা বিভাগ সভাপতি) এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গন্ডাছড়া রেঞ্জ, রইস্যাবাড়ি রেঞ্জ ও গঙ্গানগর রেঞ্জে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৯ জুলাই:- ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা একসময় ঘন সবুজ বনাঞ্চলে আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে বনাঞ্চল ক্রমশ উজাড় হচ্ছে। বনাঞ্চল রক্ষায় জাপানের আর্থিক সহায়তায় বহু বছর আগে চালু হয় জাইকা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে গোমতী ওয়াইল্ডলাইফ বিভাগের অধীন গন্ডাছড়া রেঞ্জ, রইস্যাবাড়ি রেঞ্জ ও গঙ্গানগর রেঞ্জে কয়েক শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই টাকা দিয়ে নারিকেল, সুপারি, আগর চাষ, বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বাগান, নার্সারি, বাঁধ ও সেচ প্রকল্প তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাস্তবে এই কাজের অগ্রগতি মাত্র ২৫ শতাংশও নয়। প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করে কিছু প্রভাবশালী কর্মকর্তা ও ঠিকাদারেরা মিলিতভাবে কোটি কোটি টাকার হিসাব গায়েব করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রকল্পের টাকা বরাদ্দ হলেও মাঠ পর্যায়ে তার কোনো বাস্তব প্রমাণ মিলছে না। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গন্ডাছড়া মহকুমার মানুষ ক্ষুব্ধ। তারা চাইছে, প্রকল্পের প্রতিটি খাতের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এদিকে এই অনিয়মের খবর জাপানের দপ্তরেও পৌঁছে গেছে। তাই প্রকল্পের বাস্তব চিত্র দেখতে ৯ জুলাই জাপান থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল গন্ডাছড়া সফরে আসছে। এ খবর চাউর হতেই বন দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশেষত ওয়াইল্ডলাইফ ওয়াডেন সাহেব ও তার পছন্দের কর্মীরা এখন দিনরাত মাঠে ঘুরে ঘুরে ত্রুটি ঢাকতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন।

তবুও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কয়েক শত কোটি টাকা খরচ দেখানো হলেও এত বছরেও প্রকল্প এলাকায় পর্যাপ্ত গাছপালা ও অবকাঠামো দেখা যাচ্ছে না কেন? এলাকাবাসী মনে করছে, এবার সরেজমিন তদন্তেই প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে। স্থানীয়দের একটাই দাবিদোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও প্রকল্পের প্রতিটি টাকার হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। এখন দেখার বিষয়, জাইকা টিমের এই পরিদর্শন তদন্তের দরজা কতটা খোলে। গোটা গন্ডাছড়া মহকুমার মানুষ তাই তাকিয়ে আছে আসন্ন তদন্তের দিকে।

আগামীকাল সারা রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ে মহড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১২টি স্থানে মহড়া হবে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: আগামীকাল সারা রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ ভূমি ধস ও বন্যা মোকাবিলা বিষয়ে মেগা মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যভিত্তিক মূল মেগা মহড়াটি আয়োজিত হবে আগরতলায়। এই মেগা মহড়ার স্টেজিং এরিয়া রাখা হয়েছে হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ডের মাল্টিপারপাস হল। এখানে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে জেলা প্রশাসন, অগ্নি নির্বাপন ও জরুরী পরিষেবা, পূর্ত, স্বাস্থ্য, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য, পুলিশ, বিএসএফ, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস, মিলিটারি, এনডিআরএফ প্রভৃতি বাহিনীর জওয়ান ও পদস্থ আধিকারিকগণ জমায়েত হবেন। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্য্যালয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান।

তিনি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোট ১২টি স্থানে এই মেগা মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ভূমি ধুসের মহড়া অনুষ্ঠিত হবে মান্দাই ব্লকের ডনবস্কো স্কুল প্রাঙ্গণে, বেহালাবাড়ি ব্লকের সতীশ ব্রিক ফিল্ডে ও হেজামারা ব্লকের সুবল সিং এই তিনটি স্থানে। বন্যা মোকাবিলার বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব নোয়াগাঁও, বড়জলা বীনাপানী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, গামছা কোবরা ভিলেজে, রাঙাছড়া পঞ্চায়েতে, ভাগলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লেকে, আনন্দনগর বোট পার্কে, বিদ্যাসাগর লেকে, এমবিবি কলেজ লেকে এবং আইজিএম হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। তিনি জানান, ২০২৪ সালের আগষ্ট মাসে সারা রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। এতে ভূমিধসের বহু ঘটনা ঘটেছিল। এর আগাম প্রস্তুতির জন্যই আগামীকাল এই মেগা মহড়া আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জনসাধারণের আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। এটি শুধুমাত্র একটি মহড়া মাত্র। এতে সব জিনিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তিনি জানান, আজ এবিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে রাজ্যভিত্তিক টেবিল টক একসারসাইজ আয়োজিত হয়। এই প্রস্তুতি সভায় ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল সুধীর বহেল, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার ছাড়াও রাজ্য ও জেলাস্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ ও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আরক্ষা বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকগণ অংশ নেন। তিনি বলেন, আগামী কালকের এই মেগা মহড়া যাতে ভালোভাবে হয় এলক্ষ্যেই এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সচিবালয়ে বনমহোৎসব উদযাপন

আগরতলা, ৮ জুলাই: সচিবালয়ে আজ বৃক্ষ রোপনের মধ্য দিয়ে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বনমহোৎসব উপলক্ষে সচিবালয়ের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপন করেন শ্রম দপ্তরের সচিব টি কে দেবনাথ, স্টেট ইলেকশন কমিশনার সচিব শরদিন্দু চৌধুরী সহ সচিবালয়ের বিভিন্ন সেকশন আধিকারিক সহ কর্মচারিবৃন্দ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

জন্মদিন ও শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান